এখানে রাত্রি নামে

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

এখানে রাত্রি নামে

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

এখানে রাত্রি নামে

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোরতাজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ
জমাদিউল আউয়াল ১৪১৬ হিঃ
আশ্বিন ১৪০২ বাংলা
অক্টোবর ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ

প্রচ্ছদ ঃ এইচ হাশেম

বর্ণ বিন্যাস ঃ
মক্কা কমপ্রিন্ট (মদীনা ভবন)
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

কিছু প্রাসংগিক কথা

বেশ ছোটকাল থেকে কবি ও কবিতা সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিলো।

আব্বা বলতেন "মুন, কবিরা ভাত পায় না বাবা।" কথাটা ঠিক তখন বুঝিনি। অতঃপর মনের অজান্তে কখন যেনো আমি কবিতা চর্চা শুরু করি। তখনো আমার কবিতা আত্মপ্রকাশের পথ ধরেনি। কেবল দু'একটা কবিতা দৈনিক সংবাদের "খেলাঘর" ও দৈনিক আজাদের "মুকুলের মহফিলে" প্রকাশ পায়। সেই কবিতাগুলো এখন আর আমার সংগ্রহে নেই। এ হলো ১৯৫২-৫৩ সালের কথা।

আজ আমার কবিতা গ্রন্থ "এখানে রাত্রি নামে" প্রকাশের আনন্দঘন মুহূর্তে যাঁদের শ্রদ্ধেয় নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে আসছে তাঁদের একজন হলেন আমার বড় সম্বন্ধী সুসাহিত্যিক গবেষক মরহুম কবি খোন্দকার আবুল কাছিম কেশরী। যাঁর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় একদা আমার কবিতাগুলো প্রাণময় হয়ে উঠতো এবং তিনিই আমাকে এগিয়ে যাবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অন্যজন যিনি আমার লেখাগুলো প্রকাশ করে লেখালেখির কঠিন জগতে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি হলেন সুসাহিত্যিক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাসিক মদীনা সম্পাদক আমার শ্রদ্ধেয় হুজুর মওলানা মুহিউদ্দীন খান। তাঁর উদারতার মূল্য আমি কোন দিন দিতে পারবো না। এক কথায় তিনি আমাকে লেখক ও কবি বানিয়েছেন। তিনি যদি আমার লেখাগুলো তাঁর বহুল প্রচারিত মাসিক মদীনায় প্রকাশ না করতেন তা হলে লেখালেখির দুরূহ জগতে প্রবেশাধিকার পেতাম কি না সন্দেহ। তাই তাঁদের উভয়ের প্রতি আমি শ্রদ্ধাবনত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কবিতাগুলো চয়ন করে বই আকারে প্রকাশের জন্য বারবার তাগাদা দেন বিশিষ্ট কবি, সুসাহিত্যিক ও কাব্য-সমালোচক আব্দুল হালীম খাঁ। বলাবাহুল্য, তিনি আমার কিছু প্রকাশিত কবিতার উপর মনোজ্ঞ একটি আলোচনা লিখে মাসিক মদীনায় ইতিপূর্বে প্রকাশ করেন। এই উৎসাহদাতা ও অকৃত্রিম বন্ধুটির নিকট চির কৃতজ্ঞ। বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা সুসাহিত্যিক অগ্রজসম জহুরী সাহেবও বারবার আমার কবিতার প্রশংসা করে একটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের উপদেশ দেন। এ মুহূর্তে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। স্নেহভাজন কবি-সাহিত্যিক মাহমুদ হাফিজ ও কবি জয়নুল আবেদীন

www.pathagar.com

মাহবুব -এর উৎসাহ উদ্দীপনাকেও এ মুহূর্তে আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি। তাদের উৎসাহও আমাকে কম উদ্বুদ্ধ করেনি। এ ছাড়াও বিশিষ্ট লেখক সৈয়্যদ মোহাম্মদ জহীরুল হক ও স্নেহভাজন উবায়দুর রহমান খান নদভী নির্বাহী সম্পাদক সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান আমার বইটির পান্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অকৃত্রিম উৎসাহ পেয়ে আমি একটি কবিতার বই প্রকাশের ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু সাধ্যাতীত বলে পারি নাই।

আমার এ অবস্থা অনুভব করে দয়ার্দ্রপ্রাণ, মদীনা পাবলিকেশান্সের দায়িত্বশীল ব্যক্তি মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সুযোগ্য তনয় স্নেহভাজন মোরতাজা বশিরউদ্দীন খান আমার কবিতার বই "এখানে রাত্রি নামে" প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন। অন্যথায় আমার আশা বাস্তবতার মুখ দেখতো কি না বলতে পারি না। বলাবাহুল্য, আমার কবিবন্ধু আব্দুল কুদ্দুস ফরিদী অশেষ শ্রম দিয়ে আমার বইটির প্রুফ দেখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

পরিশেষে এই বই-এ পরিবেশিত কবিতাগুলো দ্বারা স্বজাতি ও স্বদেশের কিঞ্চিত উপকার সাধিত হলে এবং সুধী পাঠক মণ্ডলীর হৃদয়-মন আকৃষ্ট করতে পারলে শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

কুরছিয়া মহল
চকদেব (জনকল্যাণ পাড়া)
নওগাঁ—৬৫০০
১৬. ৯. ৯৪ খৃষ্টাব্দ

বিনয়াবনত
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা

জান্নাতের মনোরম জগতে তোমরা
থাকো চিরকাল ধরে,
তোমাদের আশীষামৃত ঝরুক সদা
আমার মাথার 'পরে।

"মুন"

www.pathagar.com

সূচীপত্র

হে মহামানব তুমি যবে এলে	৭
একটু চিন্তা করুন!	৭
পথের পাশের সেই গাছটার মতো	৯
অশালীন রমণী	১১
তোমার ভালোবাসার সুউচ্চ মিনার গোড়ায়	১২
ইদানীং আমার রুগ্না স্বদেশ	১৪
তোমাকে একটা কবিতা শোনাবো	১৫
বাতিলের আস্তানা দাও ভেংগে চূড়ে	১৬
ইদানীং ভাবনা	১৭
বীর বসনিয়া লড়ছে একাকী	১৮
তোমাকে এখন বড় প্রয়োজন বখতিয়ার	২০
এখানে রাত্রি নামে...	২৩
নিরাপত্তার গ্যারান্টি চাই	২৪
লাল সূর্যের নতুন আলো	২৬
ট্রেনের ঘন্টা	২৮
নতজানু মানসিকতা এখন আমার	২৯
সেই গাছটা ঃ পান্থজনের ধ্রুপদ বাণী ঃ	
এক নাস্তিক কবি সত্তা	৩১
ভালোবাসার নিবিড়তায়	৩৩
তোমাদের কথা স্মৃতির এলবামে আঁকা থাক	৩৪
২৬শে মার্চের কথকতা	৩৭
সোনালী বিকেলে	৩৮
তুমি তুলে দিও সবিনয়ে	৩৯
একটি প্রত্যাশা ও কিছু দুঃখ	৪০
হিরোসিমার দুঃস্বপ্নে আতংকিত মন	৪২
আরেক পৃথিবীর জন্ম দিতে	৪৩
সব বদলে গেছে এখন	৪৫
শ্যামল বনানী ছেড়ে চলে যাবো	৪৭
তোমার ক্রোধের অগ্নি-গোলাপগুলো	৪৮
বুকের মঞ্চে স্বাধীনতার সংলাপ	৪৯
ওঠে এসো	৫২
একজন বৃদ্ধ ঃ দু'টি কন্যা ও একটি ভাঙ্গা বাড়ি	৫৪
প্রত্যাশার ম্লান চোখে	৫৭
ভবিষ্যৎ জীবনের ধূসর ছবি	৫৯
দুঃখের যতো কালো বসন খুলে ফেলো	৬০
মৃত্যুর বীভৎস অন্ধকারে	৬১
নির্মেঘ নীলাভ নভে	৬২
একটি গোলাপ একটি নক্ষত্র	৬৩
শুধু একবার বলো...	৬৪
একাকী আমার বুকে	৬৫
সত্যের সেনারা জাগো	৬৬

www.pathagar.com

হে মহামানব তুমি যখন এলে

জাহেলী তিমিরের বুক চিরে এলে তুমি
বেহেস্তী জ্যোতির সাত ঘোড়া রথে,
হে মহামানব, সে আলোর পরশ পেয়ে
চলতে শিখলো মানুষ সোজা পথে।

দৃপ্ত কণ্ঠে শুনালে তুমি—আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নাই
তুমি তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল -এ -খোদা—মানুষ ভাই ভাই
ভেংগে দিয়ে যতোদাসত্ব শৃঙ্খল -ক্ষুদ্র বৃহতের কঠিন প্রাচীর
অবাধ্য জনতারে আনলে সুপথে।।

সাম্য-মৈত্রী শান্তির স্বাধিকার ফিরে পেলো মানুষ
তোমার স্নেহ-পেলব মোহন পরশে,
খুন-রাহাজানি পাশাবিকতা ভুলে গাহিলো সবাই
এক আল্লাহর জয় গান পরম-হরষে।

তুমি যদি হায় না আসিতে এই পংকিল ভূলোকে
পাখিরা কভু গাহিতো না গান ফুটিতো না ফুল পুলকে
ঝরে যেতো ফুল কলি সব সেই জাহেলী আঁধারে
মোহনীয় এই বিচিত্র ভুবন হতে।।

একটু চিন্তা করুন!

আমাকে একটু ভিতরে আসতে দিবেন স্যার?

বলতে দিবেন? আমরা খেতে পরতে পাই না কেনো?
কেনো আমাদের স্ত্রী-পরিবার বে-আব্রু উলংগ
অভাবের তাড়নায় আমরা এখন মানবেতর জীবন যাপছি।
আপনাদের বিলাস আর আসবাবে যে ব্যয় হয়
তাই দিয়ে আমাদের গোটা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন হতে পারে।

www.pathagar.com

স্যার, ফাইভ ফিফটি ফাইভ আর ডানাহলে
এবং সুরার মজলিশে যে হাজার হাজার টাকা
ধূঁয়ো হয়ে উড়ে যায়
আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্লাবে বসা একটু কমাবেন স্যার?
ক্ষমতার চেয়ারটায় বসার আগের দু'হাত কোমরের বেড়
পাঁচ হাত হয় কিসে?
কার হিস্যার ঘি-মাখন খেয়ে?
ধৃষ্টতা নিবেন না স্যার, ধৃষ্টতা নিবেন না
উত্তর দেয়ার এতোটুকু সৎসাহস আছে কি?
সবচেয়ে সাধারণ মানুষের খানা আপনারা খান না কেনো?

সত্যিকার এবার বলবেন স্যার, এ আপনাদের
গদীপ্রেম, দেশপ্রেম না মানবতা প্রেম— কোনটা?
আপনারা খুব সাহসী স্যার, খুব সাহসী— বড় নির্ভয়
তাই নির্দ্বিধায় চোখ বুজে যথেচ্ছাচার করতে পারেন।

আপনাদের জোঁকের মতো নির্মম শোষণে
আমাদের কলিজার সবটুকু খুন শুষে নেয়
শীর্ণদেহী জীবন্ত কংকাল আমরা এখন ফুটপাথে স্যার
আমরাতো আপনাদের মতোই মানুষ .....
অথচ আপনাদের অপচয়ের পরিত্যক্ত ডাস্টবিনের খানা
আমরা খাই পচা-বাসি নোংরা অখাদ্য.....
আপনারা নেতা, আপনারা নেতা স্যার
ভুয়া শান্তির স্বর্গ রাজ্য গড়ার অলীক বক্তৃতা শুনিয়ে
সোনার পাথর বাটির দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে তখতে বসেন।
আমরা তা হলে দারিদ্রসীমার সর্ব নিম্নে কেনো স্যার?
আমাদের কান্নার বন্যায় আপনাদের হাসি তো ভেসে যায় না।

কিন্তু স্যার, ভেবে কি দেখেছেন কখনো?
আপনার উপরও তো একজন বড় ক্ষমতাসম্পন্ন স্যার আছেন।
আপনার রেজিস্টারগুলো কি সব ঠিকঠাক রেখেছেন?
ঠিকঠিক হিসাব দিতে পারবেন তো স্যার?

www.pathagar.com

না পারলে কিন্তু সিরিয়াস পানিশমেন্ট আছে
কলমের গোঁজামিল যুক্তির চাতুর্য আর দৈহিক শক্তি
সেখানে সম্পূর্ণ নিস্ফল হয়ে যাবে স্যার,
উবে যাবে কর্পূরের মতো সব।
স্যার,
একটু চিন্তা করুন
একটু চিন্তা করুন
একটু চিন্তা করুন
সুমতি হলে সোজা পথ ধরুন।

ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন/৮০

পথের পাশের সেই গাছটার মতো

পথের পাশের সেই দাঁড়াক গাছটার মতো
দাঁড়িয়ে থাকবো মাথা উঁচু করে
আর আমার বিশ্বাসী অমল হৃদয়ের শিকড়গুলো
মাটির গভীরে ছড়িয়ে থাকবে।

এবং সবুজ ডাল-পালাগুলো বহুদূর বিস্তৃত হবে
যার ফুল-ফল আর পাতায়
নানা রকম পাখীরা এসে বসবে, গাইবে নতুন সুরে আস্তিক সঙ্গীত
আস্বাদন করবে পাকা পাকা ফলের নরম মাংস এবং মিষ্টি রস।
ঝির ঝির বাতাসে তাবৎ পাতাগুলো
প্রজাপতির মতো দারুণ চঞ্চল হয়ে নাচবে।

পথের পাশের সেই ঝাঁকড়া গাছটার মতো
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকবো প্রতিবাদহীন বিনম্র
পাতা ছিঁড়ে ডাল-পালা ভেংগে, ফুল-ফল পেড়ে
চুটিয়ে এ দেহ ক্ষত-বিক্ষত করলেও.. ...

একটু হাওয়া লাগলেই দোল খেতে খেতে স্বাভাবিকভাবে
হেসে ওঠবো অমলিন যন্ত্রণাহীন মুখে
আলো অথবা নিকষ অন্ধকারে....।

www.pathagar.com

অথবা ঝড়ের দাপটে উন্মত্ত হয়ে ওঠলেও
বৃষ্টিতে ভিজে অবিন্যস্ত
তছনছ ডাল-পালা নিয়ে তেমনিই থাকবো চেয়ে স্থির
প্রত্যয়শীল মানুষের মতো স্রষ্টার দিকে
ভালোবাসার প্রসারিত বিশাল সহিষ্ণু চোখ মেলে।

পথের পাশের সেই শিশু গাছটার মতো
দারুণ শক্ত হয়ে মজবুত দাঁড়িয়ে থাকবো দিনে এবং রাতে
চুটিয়ে কুপিয়ে অত্যাচার করলেও
নতজানু হবো না কোন হৃদয়হীন স্রষ্টাবিমুখ
পাষন্ড অত্যাচারীর কাছে।

দেখবে নির্বিকার পাখির গান শুনবো সারাদিন
রাতের আঁধার ছুঁয়ে কখনো কখনো সাদা আলো জ্বেলে
জোনাকীরা ঝাঁক ঝাঁক উড়ে আসবে ডাল-পালা ফুল-ফল নেড়ে

আমার হৃদয়ের নিভৃতে এবং সবুজ পাতায়
থাকবে উদ্ভিন্ন যৌবনা ষোড়শী যুবতীর মতো
থোকা থোকা বর্ণালী স্বপ্ন ....।

রৌদ্র-দগ্ধ পান্থজনেরা শান্তির আমেজ মেখে
নিয়ে যাবে আমার বুকের অকৃত্রিম ভালোবাসার ছায়া শীতলতা
আর হলদে পাখির গানে ভরে নিবে তাদের
সংবেদনশীল মনের গভীরে .....

পথের পাশের সেই গাছটার মতো
নীরবে শুনবো পান্থজনের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের
ধ্রুপদ বাণী বৈশাখী রোদের তপ্ত আগুনে পুড়ে পুড়ে .....

অটুয়া, পাবনা
১২/৯/৮৯

www.pathagar.com

অশালীন রমণী

ইদানীং তোমাদের বেশভূষা আর চালচলনে
চম্বুকের পাহাড় থাকলেও আমার শিরা উপশিরায় ঘৃণা জন্মায়
আর মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে বিপ্লবী আগুন জ্বালায়
অসংখ্য অপমৃত্যু আছে তোমাদের মসৃণ ত্বকের নীচে স্খলনে স্খলনে।
অথচ রাশিকৃত পুঁথির প্রজ্ঞা নাকি
তোমাদের মাথার অভ্যন্তরে
তবুও বুকের অলিন্দে ওৎপেতে আছে ভয়ানক রুচিহীন অন্ধকার
এলোপাথারি হোঁচট খেয়ে পচনশীল তুখোড় ক্ষতে
প্রসাধনী সংসার
কৌমার্যের বিশুদ্ধতা ক্রমিক হারে শূন্য এখন ঘরে ঘরে।
কেবল গোধূলী রং গোছগাছ সাজানো গোছানো।
তোমাদের আধুনিক ড্রইং রুম
সোফা সেট, ড্রেসিং টেবিল, রেডিও টেলিভিশন
মেহনতী মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নেয়া
কালো টাকার এসব নতুন নতুন বিদেশী ফ্যাশন
অথবা কাঠ জোছনায়-ক্লাবের নির্জন প্রকোষ্ঠে
মাতাল বন্ধুর কণ্ঠলগ্না নৈশ ঘুম।

ইদানীং আমাদের সুসজ্জিত শহর-বন্দরগুলো যেনো
বিজলীর জোনাকিতে প্রমোদ আসর
নাম করা শহুরে প্রমোদবালারা মৃত্যুর সুরংগ পথে
ঘোঁৎ ঘোঁতে শুয়ারের অবৈধ কামনা মিটায়
বিদেশী নোংরা স্টাইলে। স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে আজকাল
জমজমাট-এ ব্যবসায়
অশালীন রমণীদের চার পাশে আমরা শুধু নির্বাক দোসর।

পৌর গোরস্তান, কুষ্টিয়া
১০/৩/৮১

www.pathagar.com

তোমার ভালোবাসার সুউচ্চ মিনার গোড়ায়

[মাসিক মদীনা সম্পাদক মওলানা মুহিউদ্দীন খান শ্রদ্ধাস্পদেষু]

একটি নক্ষত্রের হৃদয় ছুঁয়ে
আমি অনেকখানি বেড়ে উঠেছিলাম।
একটি বিশাল পাহাড়ের নিবিড় ছায়া তলে আশ্রয় পেয়ে
আমি নৈরাশ্যের তীব্র রোদের ঝালাস
আমার গায়ে একটুও লাগতে দেইনি।

দীর্ঘ সময় থেকে গেলাম তোমার উদার
হৃদয়ের একান্ত পাশে পাশে
এক পাখ-পাখালী ডাকা সবুজ গোলাপ বনে
আনন্দের সুর মূর্ছনায় হারিয়ে ফেলেছিলাম
আমার বেবাক দুঃখ-যাতনা।

একটি প্রশান্ত হৃদয়-সাগর তীরে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম বর্ণালী সূর্য অস্ত, সূর্যোদয়
স্নিগ্ধ বাতাসে খানিক জুড়িয়ে নিলাম
একটি বট বৃক্ষের বিশাল ডাল পালার নীচে
আমার বিদগ্ধ সত্তার সকল উত্তাপ, জ্বালা-পোড়া
নিমিষে উপশম হলো ....

আমি এখন বড় হালকা-পাতলা হয়ে গেছি
আমি এখন ভারমুক্ত টেনশন হীন
সুখের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছি
দেখ না কেমন স্বচ্ছন্দে তর তর উঠে যাচ্ছি
তর তর উঠে যাচ্ছি উজানবহা রূপালী মাছের মতো অনায়াসে।

আমার কোথাও এখন আর দুশ্চিন্তা নেই
আমার কোথাও এখন আর দুঃসহ বেদনা নেই
আমি এখন সকল উদ্বিগ্নতা মুক্ত
পরম আনন্দে দোয়েলের মতো গান গাই।

www.pathagar.com

আমার চার পাশে এখন সবুজ অরণ্য
ফুল-পাখির সমারোহ সুখের মৃগেরা চরে বেড়ায় নরম ঘাসের 'পরে
আমার মনের উপত্যকায় ....
অনাবিল আনন্দে দু'চোখের উঠোনে সুদৃশ্য ছবিগুলো
বারবার নেচে যায় .....

জোছনার ফোয়ারায় অবগাহি
নিমিষে ভুলেছি তুখোড় সেই জীবন যন্ত্রণা
তোমার একটুখানি স্নেহের পরশে।
তোমাকে কোন দিন ভুলবো না
ভুলবো না, ভুলবো না।

হে নক্ষত্র হৃদয় মানুষ, হে করুণার পাহাড় হৃদয় মানুষ
হে সাগর হৃদয় খুশীর ঢেউ জাগানো মানুষ
তোমার উদার বুকের বিশালতায়
আমার হারানো জীবনের সন্ধান আমি পেলাম
নতুন জীবনে নতুন ভুবনে রঙ্গীন স্বপ্নগুলো
ফিরে এলো রূপালী পর্দার ছবির মতো।

অথচ আমি তো কিছুই দিতে পারলাম না
শুধু রেখে গেলাম আমার এ ছোট্ট নরম মনটা
তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসার
সুউচ্চ মিনার গোড়ায় .....

গেন্ডারিয়া, ঢাকা/৯৩

www.pathagar.com

ইদানীং আমার রুগ্না স্বদেশ

এই স্বদেশকে ভালোবাসার ব্যাধিটা খুবই পুরাতন
বুকের গভীরে দগদগে ক্ষতের মতোন।

যে রকম আরাধ্য গৃহের ছাদ ধ্বসে গেলে
অথবা ঘূর্ণিঝড়ে কিংবা জলোচ্ছ্বাসের মুখোমুখি
মানুষের স্বজন হারানোর করুণ বিলাপ
আমার রোগের কারণ হয়ে যায়।
এমনি করে যখন দেখি
সজীব ফসলের শরীর বেয়ে নামে খরার আগুন
অথবা পামরী পোকারা মানুষের গ্রাস
কেড়ে খায়
ব্যাধিগ্রস্ত সেই ফসলের মাঠ দেখে
আমার অসুখ বাড়ে দ্বিগুণ ....

হাড়ের কারাগারে বন্দী ফুসফুসের গায়ে
যক্ষ্মার বীজাণুরা আগ্রাসনে আগ্রাসনে
শ্বাস-প্রশ্বাসের হাপরটা কুড়ে কুড়ে খায়
আর প্রহরীরা চেয়ে থাকে মীর জাফরের সেনানীর মতো
নিরুপায়
যেনো পাথর মূর্তি .....
আহা! বাজেট আর আমলাদের ঘন ঘন পে-স্কেল
বদলের অতিরিক্ত চাপে
আমার অস্থিসার রুগ্না স্বদেশের শীর্ণ গলা
গলিয়ে রক্ত ঝরে
টি.বি. ক্যানসার, রক্ত আমাশয়, মারী, দুরারোগ্য, যৌনব্যাধি
আর পাকস্থলীর ক্ষতের ভয়ানক যন্ত্রণায়
এখন বিবর্ণ আমার অমর যৌবনা শ্যামলী স্বদেশ
আমার প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ।

আটুয়া, পাবনা
২৮. ১০. ৮৫

www.pathagar.com

তোমাকে একটা কবিতা শোনাবো

তোমাকে একটা কবিতা শোনাব ফুয়াদ
জলোচ্ছ্বাস, টর্ণেডো, হারিকেন বিধ্বস্ত জনপদের
দারুণ শোকার্ত আহাজারির কবিতা।

একটু আগেই যে জনপদ ছিলো হাসি খুশী
প্রাণের স্পন্দনে উথাল পাথাল মুখরিত গতিময়
সোনালী রূপালী পাখির সংগীতে ছিলো উচ্ছসিত
ঘন বনানীঘেরা শ্যামল উপকূল....
সারি সারি নারিকেল, সুপারি, আম-জাম-কাঁঠালের নিবিড় ছায়
খেলা করতো সমুদ্রের লোনা হাওয়ায়
ঝির ঝির কাঁপন তুলে নাচতো সজীব পাতা
স্বপ্নের সোনালী ডালপালা ধরে।

প্রকৃতির বিচিত্র শব্দের একতারা বাজতো ঝাউ -এর শাখে
ছড়াতো দিন-রাত্রি ঘুম পাড়ানী গানের ঐক্য সুর।

সহসা উঠে এলো সমুদ্র গভীর থেকে
এক কুটিল রাতের অন্ধকারে ধ্বংসাশী ঝড়ের দুরন্ত ঈগল
তেজময় যার কঠিন ডানার ঝাপটায় নিস্পন্দ হয়ে গেলো
লাখ লাখ নারী-পুরুষ-শিশুর
চলমান জীবন-প্রবাহ।

অথচ প্রিয় আবাস, স্বজন,
চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটির আকর্ষণে
সেই দুঃসহ রাতে প্রাণপণ বাঁচার আকূতি নিয়ে
বিক্ষুব্ধ ঝড়ের সাথে হয়ে উঠেছিলো
দারুণ সাহসী সংগ্রামী ওরা .....।
আহা, সে কী করুণ দৃশ্য!
বৈক্রমী লড়াইয়ের পর অসহায় আদম-তনয়
পরাভব মানলো হৃদয়হীন নিষ্ঠুর জলোচ্ছ্বাসের কাছে।

www.pathagar.com

আকাশের নীল পর্দা ফাটানো বুলন্দ আওয়াজে
গর্জে উঠেছিলো আজানের কামান
এক সাথে বার বার
সেই দ্বীপাঞ্চল উপকূলের প্রমত্ত ভূমিতে
তবুও পরাজয় হলো সৃষ্টির সেরা অসহায় মানুষের
অসংখ্য শহীদি লাশ পড়ে রলো
সুদীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের রণাংগনে।
গাছ-গাছালী, বাড়ি-ঘর অনড় পশু-পাখি বেশুমার
মানুষের নিবিড় প্রেমে আবদ্ধ হয়ে
তারাও নিলো ভূমিশয্যা অনন্ত কালের
গভীর অন্ধকারে .....

তোমাকে একটা কবিতা শোনাবো ফুয়াদ
জলোচ্ছ্বাস, টর্ণেডো, হারিকেন বিধ্বস্ত জনপদের
সজীবতাহীন শতাব্দীর ইতিহাসের শোকার্ত
আহাজারির মর্মস্পর্শী একটি অশ্রুসিক্ত কবিতা।

আটুয়া, পাবনা/৯১

বাতিলের আস্তানা দাও ভেংগে চূড়ে

(লেবাননে ইসরাঈলী হামলার প্রতিবাদে)

এখানে পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে
বাতিলের দাম্ভিক পদচারণে
আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত গলিত শবেরা জাগছে যেনো
পৈশাচিক জীবনের সন্ধানে..... ।

বহু রাত্রির কালো আঁধারের ঘৃণিত বুক চিরে
যে জাতি একদিন এনেছিলো প্রদীপ্ত সূর্যের আলো,
বিভ্রান্ত-তমিশ্রার বিষাক্ত শরে আবার কী সে জাতি
মৃত্যুর বিসর্পিল পথে পথ হারালো?

www.pathagar.com

না, না, বাতাস তো তার স্তব্ধ হয়নি
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ঘন শব্দ এখনো শুনছি,
আলোর বন্যা তো এখনো নিঃশেষ হয়নি
এখনো সূর্য পরিক্রমার দ্রুত প্রহরগুলি গুণছি।

তবুও কেনো আমরা কফিনের লাশ হয়ে
নির্বিচারে দাম্ভিক বাতিলের অশ্বক্ষুরে পিষ্ট হচ্ছি
শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের জোছনায় আকণ্ঠ ডুবেও
কুটিল জুলমাতের কালো হাতে মার খাচ্ছি

... ...

আমার মনের স্বর্ণ ঈগল এবার মেলো ডানা
উড়ে চলো দিগন্ত শেষে আরো দূরে, বহু দূরে
তোমার তেজোদীপ্ত বলিয়ান পাখনার তীব্র ঝাপটায়
বাতিলের সুরম্য আস্তানা নিমিষে দাও ভেংগে চুড়ে।

পৌর গোরস্তান
কুষ্টিয়া, জুলাই/৮২

ইদানীং ভাবনা

মাওলানা কবি রুহুল আমীন খানকে

আর কতোদিন এখানে বসে থাকবো বলো, সুনয়না
চির পরিচিত এই বাংলার নির্মেঘ নক্ষত্রের তলে,
অথবা চন্দ্র-সূর্যের নাতিশীতোষ্ণ জোছনা ভেজা

ভালো লাগা তরল নদী জলে
নিষ্পলক মায়াবী চোখ রেখে আর কতো দিন
অর্থহীন দুঃস্বপ্নের মাছ-রাংগা ছবি আকঁবো
আর কতো দিন বলো সুনয়না, তোমার শ্যামল অংগ ছুঁয়ে
প্রেমের রুমাল উড়িয়ে তোমায় ডাকবো?

জলফড়িং আর বিচিত্র ঘাস ফুল দেখে দেখে
জীবনের মূল্যবান রূপালী সময়গুলো গড়িয়ে বিকেল হলো

www.pathagar.com

আর কতো দিন ব্যর্থতার অন্ধকারে এই বিসর্পিল
পৃথিবীর পথে হেঁটে চলবো এলোমেলো?

পাখিদের মনোরম ডাক অরণ্যের ঘন সবুজ বৃক্ষরাজি
পুরুষ ও রমণীরা একদা চোখের আয়না থেকে
জলছবির মতো মুছে যাবে
দারুণ যন্ত্রণায় কোন মেঘের গুম্বুজে হারিয়ে গেলে
অস্তবেলার শেষ সূর্যটাকে কী আর কখনো খুঁজে পাবে?

আটুয়া, পাবনা
১৩. ৫. ৮৯

বীর বসনীয়া লড়ছে একাকী

বসনিয়া জ্বলছে
জ্বলছে হারজেগোভিনা এক নাগাড়ে .....
জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে
পুড়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে
দুশমনের প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখায়।

নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধের নরম হৃদয়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঝলসে যাচ্ছে রোজ
বারুদের বোটকা গন্ধি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
আচ্ছন্ন আকাশের তাবৎ নক্ষত্র মুখ।
বিশ্বাসী রক্তের দরিয়ায় ডুবছে
নিদারুণ হাহাকারে ডুবছে বসনিয়া হারজেগোভিনা।

কেউ নাই পাশে মর্দে মুজাহিদরা
একাকী দাঁড়িয়েছে ঈমানী চেতনায়
মারছে মরছে বীরের মতো
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে শাহাদতের পেয়ালা চুমে
বীর বসনিয়া হারজেগোভিনা
আপন মাতৃভূমির জন্য গৌরবময় আত্মমর্যাদার জন্য ....

www.pathagar.com

অস্ত্র সাজে সজ্জিত দুশমনের মোকাবিলায়
দেখো, অস্ত্রহীন বসনিয়া-হারজেগোভিনা
লড়ছে লড়ছে শুধু লড়ছে বীরের মতো
লড়ে লড়ে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে
বেবাক অনুভূতির মোমবাতি।

অথচ আমরা শুধু দেখছি নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে
সোয়া'শ কোটি মুসলমান
গর্বে বুক মুখ ফুলে বলছিঃ
আমরাই তো শ্রেষ্ঠ জাতি আল্লাহর মনোনীত
তারেক খালিদ মুসার উত্তরসুরী
আমাদের বাহুতে প্রবাহিত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, হায়দার
তেজস্ক্রিয় উষ্ণ রক্তধারা ঝলছে ওঠা
জুলফিকারের মতো দুধারি তলোয়ার .....

অথচ আমাদের মা-বোনরা সেখানে
অবৈধ গর্ভধারণ করছে
একপাল খৃস্টান হায়েনার ঔরসে
পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শুধু লাশ
তাজা লাশ, পচা লাশ, গলা লাশ .....

তবুও আমরা নির্বিকার
আত্মপ্রত্যয়হীন পক্ষাঘাত রোগীর মতো

আল্লাহকে ভুলে
জাতিসংঘের খৃস্টানী বশীকরণ করা সম্মোহনী টোপ গিলে

লেজ গুটানো সারমেয়র মতো বসে আছি
অধঃমুখে প্রভু ক্লিনটন ও তার সহচরদের পূতিগন্ধময় দোর গোড়ায়।

চকদেব, ১৯৯৪

www.pathagar.com

তোমাকে এখন বড় প্রয়োজন বখতিয়ার

তোমাকে এখন আমরা দারুণভাবে খুঁজছি বখতিয়ার
তোমাকে আমাদের বড় প্রয়োজন।
প্রতারক সেনদের উৎপাত এবং দুঃসাহস ভয়ানক বেড়েছে
তোমার সেই তাজি ঘোড়া কোথায়?
সেই তীক্ষ্ণ ধার হাতিয়ার?

খাটো বেঁটে মানুষটি যার গতরে ও শরীরে
এবং সুঠাম বাহুতে প্রবল শক্তি দুর্জয় সাহস অমিত তেজ
খুঁজছি এই বাংলার মনোরম পথ-ঘাটে
অলিতে-গলিতে প্রতিটি লোকালয়, এলোমেলো বৃক্ষের অরণ্যে।

পাগলা হাতীর ক্রূর গতিরোধ করতে
শিবিকায় দিলারা বানুদের প্রাণ এবং সম্ভ্রম বাঁচাতে
রক্ষী বাহিনীরা তো সবাই পালিয়েছে
সব শিবিকাই এখন অরক্ষিত .....
দারুণ চিৎকার করছি ঃ

বখতিয়ার, বখতিয়ার বলে, প্রতিধ্বনি শুধু ফিরে আসে
একরাশ শূন্য বাতাসে
কিন্তু বখতিয়ার, তুমি তো আর ফিরে আসো না।
এতো তেজ, এতো বিক্রম, এতো হিম্মত নিয়ে
কোথায় তুমি লুকিয়ে আছ নিঃশব্দে নীরবে?

তোমার গতরে ছিলো না কখনো শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ
বখতিয়ার, বখতিয়ার বড় দুঃসময় এখন আমাদের
বখতিয়ার, খুঁজছি তোমার সেই ক্ষিপ্র অশ্ব
ইতিহাসের পাতার সেই দিগবিজয়ী বখতিয়ারের
ঐতিহাসিক সেই দুরন্ত তাজি .....
যার হ্রেষা রবে চমকে যেতো কুখ্যাত সেনদের দুর্বল হৃৎপিন্ড।
সকল আস্তাবলই তো খুঁজলাম তন্ন তন্ন করে
ছিপছিপে ঘাসের শ্যামল প্রান্তরে

www.pathagar.com

এবং স্যাঁতস্যাঁতে সেই সব জলার ধারে যেখানে
তোমার নির্ভীক অশ্ব চরতো দ্বিধাহীন লকলকে তরতাজা
সবুজ ঘাসের ডগা চিবানোর লোভনীয় আস্বাদে ... ...

হন্যে হয়ে খুঁজছি সবখানে
বঙ্গ সমতট রাঢ় লাল মাটিয়া বরেন্দ্র ভূমি
গৌড়-পান্ডুয়া থেকে তার পায়ের ছাপ পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে
মুছে ফেলছে এই বাংলার পথ-ঘাট থেকেও
আধুনিক সেন বাবুরা আর তাদের বরকন্দাজ সেবাদাসদের
গভীর চক্রান্তের কালো থাবায়....

বখতিয়ার, বখতিয়ার দেখে যাও
তোমার স্মৃতিচিহ্ন তোমার অশ্ব খুরের ছাপ মুছে ফেলতে সচেষ্ট
এখন নাদুস-নুদুস ভুঁড়িওয়ালা বিদ্বেষী নব্য সেনেরা

কেমন দুঃসাহস কমবখতদের সীমান্তে হামলা করছে
দস্যু শিবাজীর মতো বার বার লুটছে মাল-সামান
দিলারা বানু, হোসনে আরাদের সুরক্ষিত ইজ্জত
বে-পরোয়া স্পর্ধা দেখিয়ে তস্কর শিবাজীর বংশধরেরা।

নিদেনকালে হাতের কাছে পাচ্ছি না আজ
তোমার সেই তীক্ষ্ণধার ত্রাস চমকানো তলোয়ারটাও
এই সংকট-সন্ধিক্ষণে কী এখন চুপ থাকার সময় বখতিয়ার?

জীবন পণ অভিযানের প্রস্তুতি নাও
প্রস্তুতি নাও বখতিয়ার
তাওহিদী ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিতে গোটা বাংলার আকাশে বাতাসে
তোমার সেই বিক্রমী ষোলজন ঐতিহাসিক
সহচরদেরকেও জাগিয়ে দাও, এখনই সময় জেগে ওঠার
বখতিয়ার, বারো কোটি তওহিদী মানুষকে
এখনই তো জেগে তোলার সময় .....
দেখো মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন
বসনিয়া-হারজেগোভিনা, লেবানন, সোমালিয়া
মায়ানমারে জ্বলছে বারুদের আগুন

www.pathagar.com

ইহুদী-খৃষ্টান, পৌত্তলিকেরা খেলছে মুসলিম রক্তের হোলি খেলা।
গরু-ছাগলের মতো তোমার মা বোন ভাইদের জবাই করছে
নিষ্ঠুর সেনেরা এবং তাদের সহযোগী যোগানদার
মোড়লেরা সুপরিকল্পিতভাবে।

সময়গুলো হিসাব করে রাখো বখতিয়ার
কাপুরুষ সেনেরা কী আহারে বসেছে পঞ্চব্যঞ্জনে?

এই তো সময় অতর্কিত হামলার
গৌড় পান্ডুয়া বেদখল বাংলার বিশাল একটি অংশ
বেরুবাড়ী ছিটমহল হাতছাড়া
কেবল তোমার বেখেয়ালী দীর্ঘ ঘুমের সুযোগে
আঙ্গরপোতা, দহগ্রামে হামলা চালায় সন্ত্রাসী কায়দায়
করিডোর ছেড়ে দেয় না বখতিয়ার
একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মর্যাদাবান
মানুষদেরকে নব্য সেনেরা জোর করে সেখানে জিম্মি বানিয়েছে
জবর দখল করে রেখেছে তালপট্টির জেগে ওঠা বিশাল চর
বখতিয়ার, বখতিয়ার তোমাকে তো খুঁজে পাচ্ছি না বখতিয়ার
তোমার সেই ক্ষিপ্র অশ্ব কোথায়?
সেই তীক্ষ্ণধার তলোয়ার?

এই নতুন প্রজন্মে কী বিকল্প কোন বখতিয়ার
আর আসবে না? আর কী ঝলসে উঠবে না
সেই চকচকে ধার তলোয়ার? যুদ্ধবাজ সুশিক্ষিত
বখতিয়ারী ঘোড়া?

আর কী জন্ম নেবে না নিবেদিত প্রাণ
অমিততেজ বৈরী ত্রাসী হিম্মতওলা ষোলজন
অশ্বারোহী সহচর?
এখন আমাদের চারপাশে তোমার মতো
সময়ের সাহসী সন্তান বখতিয়ার নেই
নেই কোন সহচর .....
কেবল শুনি স্তুতি গায়ক নব্য সেন চক্রের

www.pathagar.com

বিশ্বস্ত সেবা দাস বিভীষণ
আর আছে একদল তীব্র প্রতিবাদী হিম্মতহীন
খোলসী বখতিয়ার
কেবলি প্রতিবাদ জানায় আপোষকামী নতজানু কায়দায়।
আর সেনদের চরেরা চায় ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে
স্বেচ্ছায় প্রিয় জন্মভূমি বিকিয়ে দিতে .....
বখতিয়ার, বখতিয়ার তোমাকে আজ আমাদের
বড় প্রয়োজন বখতিয়ার।

আটুয়া, পাবনা/৯৩

এখানে রাত্রি নামে .....

এখানে রাত্রি নামে বুনো স্বপ্নের জোছনায়
ক্লাবে, শনিবাসরীয় যৌন-লটারীর জলসা ঘরে।
কারের চাবী বদল হয়
রমণীয়ও .....

বে-হিসেবী অশৃঙ্খলিত রূপ প্রদর্শনীতে
আত্মার সুকুমার বৃত্তিগুলি পশুত্বে নিমগ্ন।

তবুও আমরা স্বঘোষিত
সুসভ্য শিক্ষিত মানুষ ইদানীং।
রমণীদের সুডৌল তনুশ্রীতে দগদগে বিষাক্ত ক্ষত
প্রসাধনের পুরু প্রলেপে ঢাকা
পুরুষেরও .....।
এখন আমরা যৌন-বিকৃত এক সমাজ যেনো
স্ত্রী বদলের মহড়া চলে রাজধানী শহরে
নামকরা ক্লাবে-বারে এবং মদের আড্ডায়।
পুরুষত্বের অবক্ষয় জীর্ণ পৌরুষ
রমণীদের শিরায় শিরায় কান্তিহীন
বিবর্ণ কমনীয় নারীত্ব আজ নতুনত্বের আস্বাদ অন্বেষায়

www.pathagar.com

আস্তাকুঁড়ের পোকার মতো কিলবিল করে....
অথচ এর চার পাশে এক ঝাঁক বে-আব্রু নিরন্ন শীর্ণদেহী মানুষ
অস্থিচর্মসার কংকালের মিছিল
রাতদিন মানবতা খোঁজে দ্বারে দ্বারে।

হাজারো মানুষের হিস্যা কেড়ে চলে
নাচ-গান আর যৌন বেসাতি উজ্জ্বল নিয়ন-আলোয়
অপূর্ব চোখ ঝলসানো দারুণ সমারোহ।

এইতো স্রষ্টাবিহীন পশুবাদী সমাজতন্ত্রের
স্বৈর আলেখ্য আমাদের সমাজে

ইদানীং সংক্রমিত হচ্ছে ক্রমাগত
আমাদের রক্ষণশীল ঘরে ঘরে।

অন্ন-বস্ত্র আর চারিত্রিক নিদারুণ অভাবে আমাদের
বড় মূল্যবান মনুষত্ব বিলুপ্ত এখানে .....।

জীবন নগর
কুষ্টিয়া
৫. ২. ৮০

নিরাপত্তার গ্যারান্টি চাই

হে জুলকারনাইন,
তোমার দিগ্বিজয়ী ক্ষিপ্র অশ্ব এবং বলিয়ান সেনাবাহিনীর
তেজ কী নিষ্প্রভ হয়ে গেছে?
না, চরম ক্লান্তিতে ভেংগে পড়েছে হঠাৎ মাঝ পথে এসে?
বিশ্ব জয়ের নেশা কী ভুলে গেলে
তন্দ্রাচ্ছন্ন অরণ্যের স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়ে.....?

হে জুলকারনাইন,
সত্যিই এখন তোমার প্রয়োজন অনেক
ইয়াজুজ মাজুজের দোসররা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে
মানুষের চির বাঞ্ছিত আবাসভূমি এখন বেদখল।

www.pathagar.com

হে জুলকারনাইন,
তুমি কী দেখেছ মানুষের বাঁচার সে কি আকুল আকুতি
একটু শান্তি, একটু স্বস্তি, একটু নিরাপত্তার আশ্রয় চায়।
তবুও গ্রাস করছে মানবের সুকুমার বৃত্তিগুলি
নব্য রাক্ষস ইয়াজুজ মাজুজরা বিকৃত উল্লাসেঃ
নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধের প্রতিগ্রাসে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে
কোমল মন-মগজ আর নরম হৃৎপিন্ডগুলি।
এদেরকেও তুমি পাহাড়ের ওপারে কঠিন গিরি সংকটে
কিংবা অন্ধকার কোন গুহায়
আবারো বন্দী করো বন্দী করো

হে জুলকারনাইন,
তামা, শিশা, লোহার জোগান দিতে এবার আমরা অপারগ
যা ছিলো আমাদের বেবাক বন্ধু-তস্কর ছিনিয়ে নিয়ে গেছে
সুকৌশলে ওপার থেকে এসে
আমরা এখন দারুণ রিক্ত, সর্বহারা অসহায়।

হে জুলকারনাইন,
আমরা এখন এক বাচালের জিম্মি অনাহারক্লিষ্ট
অপুষ্টি রোগের নিদারুণ শিকার, ভয়ানক মিথ্যাবাদী ছিলো সে
একটু শাকান্নের প্রত্যাশী একটু ইজ্জত আব্রুর জন্যে .....
অথচ আমাদের হিস্যা থেকে কুকুরের পুষ্টিকর খানা হয়
দামী মাংসের টুকরোই দুধ মাখনেও .....

ঐ বাচালের দোসরদের সারমেয় প্রদর্শনী জমকালো হয়
লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয়ে বসে জুয়ার আড্ডা,
মদের ভাটিতে চলে দেদার মউজ
অবৈধ রমণীদের বে-আব্রু দেহের উপর চলে
প্রতিযোগিতামূলক অপচয়ের বল্গাহীন ঘোড়দৌড়।

আর এমনি করে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন পিষ্ট হচ্ছে
ওদের তৈরী কৃত্রিম অর্থনীতির ভারী ভারী চাকার তলায়।

www.pathagar.com

হে জুলকারনাইন,
মিনতি আমাদের তোমার অন্যায় দলনী ক্ষিপ্র অশ্বের লাগামে
একবার সজোরে ঝাঁকুনী দাও
ফের তোমার অপ্রতিহত সেনা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ুক
মানুষের অস্থিচর্ম কুড়ে খাওয়া আধুনিক
ইয়াজুজ মাজুজদের কঠিন ঘাড়ে

আর মানুষদের স্বাভাবিক শ্বাস নিতে দাও বুক ভরে
শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তার সবরকম গ্যারান্টি দিয়ে।

পৌর গোরস্তান, কুষ্টিয়া
১৫. ৫. ৮২

লাল সূর্যের নতুন আলো

আসহাব কাহাকের মতো আমাকে নিয়ে চলো
কোনো নতুন গুহায়
প্রভু-ভক্ত কাতমির থাকবে আমার মনের
দুয়ার গোড়ায়
জ্বলজ্বলে আগুনের মতো নখর থাবা বিস্তার করে।।

দুরন্ত প্রতাপে মাজরা পোকার মতো
দাকিয়ানুশেরা এখানে
কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আমাদের সবল চরিত্রের
শ্যামল ফসলগুলি
অথচ দ্রুত ক্রিয়াশীল উপ-শান্তির ঢাকনা
বন্ধ রেখেছি অনেক দিন ধরে
যেখানে জমেছে মাকড়সার জাল আর পুরু ধূলির
কঠিন আচ্ছাদন।।

এবং বে-আব্রু রমণীদের অযাচিত রূপ প্রদর্শনীর
বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে
সুকৌশলে, তেজস্ক্রিয় ধোঁয়ায় কুয়াশাচ্ছন্ন
মনের সুনীল উপত্যকা

www.pathagar.com

আর এমনি করে মাংসাশী হায়েনারা বাড়ছে দলে দলে
আমাদের বংশধরদের তরলমতি মন ও মগজে।।

লোকান্তরিত দাকিয়ানুশদের নিয়ন্ত্রণহীন প্রেতাত্মারা
বীভৎস উল্লাসে বিচরণ করছে
একান্ত বে-পরওয়াভাবে ঃ পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে
আর চমক লাগায় অবুঝ মানুষের মনে
কথিত স্বর্ণ-মৃগের প্রবল লোভাতুর
ঐন্দ্রজালিক স্বপ্নে।।
অতএব নীল ধূসর নির্জন পাহাড়ের গোপন
গুহায় তো এখন
আমাদের এবং বিশ্বাসী জনতার নিরাপদ আশ্রয় .....

তিনশ' ন' বছর এক টানা অনড় ঘুম
বিস্মিত অলৌকিক চুল নখ
হোক বর্দ্ধিত এক ভয়ংকর বন মানুষের আকৃতি
তবুও তো নিরাপদ আশ্রয় –আমাদের বংশধর
সোনামণি যুবকদের জন্য।।

এবং দাকিয়ানুশী অচল মুদ্রা দেখে ইদানীং
দোকানীর সরস ব্যঙ্গ সহ্য করতে হবে
আর সহ্য করতে হবে দীর্ঘকালের জ্বালা ধরা-ক্ষুধাকেও....

এখন আমাদের প্রার্থনা হোকঃ হে খোদা, বাচাঁও
পুঞ্জীভূত পাপের পুরু মেঘের নিচ্ছিদ্র আভরণ থেকে
জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো হৃদয়গুলিকে।।

অতঃপর দেখি যেনো কুদরতী ঘুম ভাংগা দুচোখ ভরে
একদা নতুন ফসলের মন ভুলানো হরিৎ হরিৎ
বিশাল মাঠ
আর বিশ্বাসী নতুন সমৃদ্ধ জনপদ
যেখানে নিপতিত হবে লাল সূর্যের সোনালী আলো
এবং স্বপ্নময় হয়ে উঠবে আমার বুকের অন্ধকার অলিন্দ .....।।

পৌর গোরস্তান, কুষ্টিয়া
১০.৭. ৮৩

www.pathagar.com

ট্রেনের ঘন্টা

ট্রেনের ঘন্টা বাজবে কখন?
ট্রেনের ঘন্টা!
রাতের প্রহরগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে
নিঃশব্দে নিয়ন আলোর ফিন ফিনে ঝরনায়
নিদ্রালু-বিবশতনু যাত্রী আমরা কৃত্রিম জোছনায়
কাল গুণছি –এক দুই তিন

বলতে পারো ট্রেনের ঘন্টা বাজবে কখন?

অসহ্য যন্ত্রণায় প্রতীক্ষাকাতরঃ
আমরা অনেক ক্লান্ত, অনেক ক্লান্ত নারী এবং পুরুষ
পেরেশানে শিশুরাও।

বলো বলো স্টেশন মাস্টার
বলো তোমার ঘন্টিওয়ালা কখন ঘন্টা বাজাবে?
কখন হুকুম দেবে তুমি?

সব যাত্রীরাই সমান নয়, এখানেও শ্রেণীবিন্যাস আছে
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় .....
এবং সকলের লটবহরও সমান নয়
পাথেয়ও।

অথচ একই ট্রেনে আমরা চলে যাবো
বিভিন্ন আশ্রয়-আলয়ে,
খুব বেশী নয় মাত্র দুটি নিবাসই বরাদ্দঃ
মনোরম প্রাসাদ, ঝরনা বাগান, বাগান বাড়ী
অফুরন্ত সুখ .....

অথবা ভয়ংকর ভূতুড়ে পড়ো বাড়ী সাপ-বিচ্ছু স্যাঁতস্যাঁতে আবাস
অসংখ্য জ্বালায় ভরা কেবলি দুঃখ-বেদনা নৈরাশ্য.....
তবুও ঘন্টা বাজাও মিনতি করি স্টেশন মাস্টার
এখানে আর নয়, যে যার গন্তব্যে চলে যেতে চাই

www.pathagar.com

সুখ হোক, দুঃখ হোক, তবুও, তবুও যেতেই যখন হবে
তুমি নির্দেশ দাও,
ট্রেন আসার ঘন্টা বাজাতে, সময় হোক কিংবা না হোক
এখানে যতোই থাকছি, নোংরা পরিবেশ
আমাকে গ্রাস করছে, আমাকে গ্রাস করছে স্টেশন মাস্টার
আর ভাল্লাগেনা ভাল্লাগেনা,
আবর্জনাময় এই জংলী প্লাটফরম মল-মূত্রের বোটকা গন্ধ
অমনোযোগী সুইপার কেবলি ফাঁকি দেয়
তদারকী চোখ অন্ধ পার্থিব মোহে
অনেক নোংরা হয়েছে, অনেক অনেক তোমার সাধের প্লাটফরম
আর এখানে নয় স্টেশন মাস্টার
ভালো হোক, মন্দ হোক আপন গন্তব্যে যাওয়ার ঘন্টা বাজাও
সেই অংগীকৃত ট্রেনের ঘন্টা .....

ঈশ্বরদী রেলজংশন
রাত্রি ২টা
সেপ্টেম্বর/৮০

নতজানু মানসিকতা এখন আমার

..... আমার ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আমি নেই।
এখন ভয়ানক সন্ত্রাস আর অহেতুক ভীতি
আমাকে প্রতি মুহূর্তে পিছিয়ে আনছে
স্বার্থ, সুনাম, সুযশ, সুখ্যাতি
এবং ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটিকে ক্ষণস্থায়ী
স্বপ্নিল জীবনটার মোহে.....

বেঁচে থাকার কী আকুল আকুতি আমার চেতনায়
এখন অন্বেষণ করি তাই –"মনে মনে ঘৃণা করার"
সেই অমিয় হাদীসের অমর বাণী .....।

এই তো জীবনবোধ এখন আমার
নতজানু মানসিকতা সেবাদাস

www.pathagar.com

অথবা লেজুরবৃত্তির ভৃত্য হয়ে কেবলই মার খাচ্ছি
পথে প্রান্তরে কিংবা আপন গৃহের নিরাপদ দোর গোড়ায়।

অথচ পাল্টা জবাব দেয়ার সংগ্রামী বিক্রম থেকেও
করমর্দন করি সহাস্যে একদল মৃত মানুষের সাথে
আরো বিনয় করে বলিঃ
তোমাদের স্তুতি আছে খ্যাতি আছে
এবং কাঁড়ি কাঁড়ি নামও কিনেছ
অতএব তোমরা গালি দাও, মার দাও আপত্তি নেই
আমরা কিছুই বলবো না, আমরা কিছুই বলবো না
কেউ বলতে চাইলেও তাদের মুখ চেপে বলতে দেবো না।

ভীত হই সত্যের মুখ খুলতে .....
অথচ বনেদী সেই ঘরের চার দেয়ালের পরিসীমায়
সময়ে সময়ে জোশে উচ্চকিত হয়ে উঠি
তারস্বরে ঘোষণা করি– আমি মর্দ্দে মুমিন ইব্রাহিমের জ্ঞাতি
আমার জন্যেই তো পৃথিবীর রাজত্ব দারুণ সভ্য জাতি
স্রষ্টাও আমার– যেহেতু আমি তৌহিদে বিশ্বাসী।
অথচ এখনো এখানে দাউদ হায়দার,
তসলিমা নাসরীন, আহমদ শরীফ, শামসুর রাহমান এবং তাদের
সতীর্থ দোসররা প্রতিদিন ব্যঙ্গ ছুঁড়ে মারছে
আমার নির্দোষ গায়।

এবং আমাদের বিশ্বাসের বড় বড় ইমরাতগুলি
সদম্ভ আঘাতে আঘাতে ধসে দিচ্ছে
তারই ইট–পাথরের চাপে উঠছে নাভিশ্বাস।
প্রকারান্তরে আমি তাদেরই মৌন সেবাদাস
দুর্বল ঈমানের সংগী হয়ে অদ্ভুত কায়দায়
মনোরম জান্নাতের চাবি খুঁজছি প্রবল আশ্বাসে।
আর "মনে মনে ঘৃণা করার"-সেই পবিত্র হাদীসের
স্বচ্ছ আয়নায় দেখছি আমি যেনো খোদার এক
বিশ্বস্ত অনুগত দাস।
ত্যাগের মহিমা, সংগ্রামের অদম্য স্পৃহা

www.pathagar.com

এখন আমার ভেতরে দারুণভাবে অনুপস্থিত
আরো ক'দিন বুক ভরে নিতে চাই
দুনিয়ার আলো বাতাস।

গালি আর লাথির পাল্টা প্রতিবাদ জানাতেও
এখন মূক-বধির, অসার আমার সব চেতনা।
রক্ষণশীল ভীত মুনাফিক আমি আমার বিবেকের কাছে
সমাজের কাছে আর যিনি আমার নিবেন হিসাব
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর কাছেও

পৌর গোরস্তান, কুষ্টিয়া
৭. ৭. ৮৩

সেই গাছটা ঃ পান্থজনের ধ্রুপদ বাণী ঃ এক নাস্তিক কবিসত্তা

১.
কিছু খ্যাতি এবং কিছু স্তুতি পেয়ে লোকটা
বেমালুম ভুলে গেলো সব ... ...।
ঘোড় দৌড়ের মতো ছুটে এলো নাচ ঘরের দিকে
সোজা ঢুকলো পান্থশালায় গেলাস ভর্তি বিদেশী তরল নির্যাস
এক নিঃশ্বাসে গলাধঃকরণ করলো
আর নাচের মেয়েরা বে-আব্রু নাচ ধরলো–
সম্পূর্ণ উদোম হয়ে
লোকটার চোখের তারা তখন নেশায় হয়ে এলো ফিকে।
রমণীদের স্ফীত বুকের ব্রেসিয়ারের নীচে থল থলে
মাংস পিন্ডের উঠা নামা
দেখছিলো বস্তুবাদের জংধরা দর্পণে বেহায়া
বাহবা লুটতে মাতালের মতো যা ইচ্ছে তাই
বকে চললো অনর্গল
মন থেকে মুছে ফেললো বাস্তববোধ
শুরু করলো–প্রাচীন গাছের নীচে বসে পঞ্চ-পথিকের উপাখ্যানঃ

www.pathagar.com

"প্রথম পথিক আজন্ম হিন্দুর টান
দ্বিতীয় পথিক বৌদ্ধ হিনযান
তৃতীয় পথিক আসক্ত খৃস্টান
চতুর্থ পথিক আরশে মাথা ঠেকানো
ঈমানদার মুসলমান।।"
নিমীলিত চোখে আরেক ঢোক করলো পান
এবং পঞ্চম পথিকের ভূমিকায় স্বয়ং নাস্তিক
সর্বধর্মের মুখে লাথি মেরে
স্মিত স্বরে বলেঃ "ওসব কিছু নই আমি স্রেফ দিগ্‌গজ মানব সন্তান।"
এ-তো গেলো এক গোধূলীক্ষণে প্রাচীন বৃক্ষের নীচে বসে
পাখির প্রশ্নোত্তরে পান্থজনের ধ্রুপদ বাণী।

২.

এবং সেই গাছটা
যেটা ছিলো লোকটার গৃহের প্রবেশ-প্রস্থানের
দোর গোড়ার অদূরে।
খুব একটা উল্লেখযোগ্য গাছ নয়
ফুল-ফল বড় হয়না একটা
মাঝে মধ্যে গাছটার তাবৎ পাতা নাচে তালে তালে
কতিপয় অচেনা পাখির গানের সুরে।
আর সেই গাছটা নিয়ে কবিতা হলো ইনিয়ে বিনিয়ে
খ্যাতি ও স্তুতি পাওয়া লোকটার কলমে।
তার নামায পড়ার উপদেশদাতা জনৈক শিক্ষক পিতার
নামায পড়াকে বিদ্রূপ করলো
আর ব্যংগ করলো অবলীলায় তার জীবন-মরণের
এবং সেই গাছটার স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহকে।
অথচ গতিহীন গাছটার কাছে দীক্ষা নিলো এই বলে
তার শ্রদ্ধেয় পিতার মতো করে মাথা নোয়াবে না
কোন দিন কারো কাছে ... ...
জোর গলায় বলে দিলো লোকটা অহংকারে অন্ধ হয়ে।
অতএব আজাজিলের এক রকম মস্ত দোসর হয়ে

www.pathagar.com

অবজ্ঞা করলো আরেকবার নিঃসংকোচে
তার নামাযরত পিতাকে
এবং সর্বশক্তিমান পরম স্রষ্টাকে... ...
আহা! প্রজ্ঞার আলো পেলো না হতভাগ্য লোকটা
শ্রেষ্ঠ কবি হাসান কিংবা লবীদের মতোঃ
বরং বেদম ঠকালো নিজের বেবাক চেতনাকে।

পৌর গোরস্তান, কুষ্টিয়া
২০/৬/৮৩

ভালোবাসার নিবিড়তায়

লাবণ্য, আজন্ম তোমার বুকের ভালোবাসা আমায়
ধরে রেখেছে বড় গভীরভাবে।

তোমার ভালোবাসার ঋণের ভারী বোঝা দিন দিন বাড়ছে ... ...

লাবণ্য, তোমার সুঠাম দেহে যখন অসুস্থতা দেখি
আমার বুকের গভীরে দারুণভাবে দুঃখের ক্ষতটা বেড়ে উঠে।
দৈন্যের ঝুলকালি মাখা তোমার বিষন্ন মুখ দেখলে
আমার চোখের অশ্রুজলে বাংলার বিশুষ্ক অনেক নদীই
ইদানীং ভরা ভাদরের মতো কানায় কানায়
যৌবনবতী হয়ে যায়।

অথচ এমন তো ছিলো না তোমার এই অবয়ব
একরকম লোভী স্বার্থপর মাংসাশী পশুদল তোমাকে নিয়ে
ভালোবাসার নামে অহর্নিশ করছে অস্থির হানাহানি
রক্তাক্ত হচ্ছে তোমার শ্যামল অংগ
এবং তোমার কোমল বুকের নরম মাংস খাবলে খাবলে
খাচ্ছে, তারা কী তোমায় ভালোবাসে লাবণ্য?
তারা কী তোমায় প্রেমের আলিংগনে বুকে জড়িয়ে নেয়?
তোমাকে ওরা সামান্য দামে বিকিয়ে দিতে চায়, ওরা তোমাকে ভালোবাসে না লাবণ্য।
এই টানা-হেঁচড়ায় তুমি এখন ক্রমাগত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছ

www.pathagar.com

তোমার সম্পদ দস্যুরা লুটে নিয়ে যাচ্ছে তোমার সৌন্দর্যে পড়ছে কালো দাগ
আর অশান্তি অস্থিরতাই শুধু বাড়ছে
তোমার শ্যামল ক্ষেত-খামারে শান্তির সবুজতা
যন্ত্রণায় হলুদ হয়ে যাচ্ছে।
লাবণ্য, আজন্ম তোমাকে ভালোবাসি বলে
তোমার রুগ্নতা তোমার শীর্ণতা তোমার ভবিষ্যত নিয়ে
আমি যন্ত্রণাগ্রস্ত, আমি নিদ্রাহীন ... ...।

আটুয়া, পাবনা/৯৩

তোমাদের কথা স্মৃতির এলবামে আঁকা থাক

তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে
এটা আমার জানা ছিলো তবুও তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।

আর এমনি করে চলে যেতে হবে এটা কখনো ভাবিনি
দীর্ঘ-ন' বছরে তোমার কাছ থেকে কুড়িয়েছি অনেক ভালোবাসা।

তোমার শ্যামল বুকের ভেতর অলি-গলি করেছি
দিনে এবং রাতে আটুয়া কাচারী পাড়া দিলালপুর
অনন্তের মোড়, শাল গাড়িয়া, শিব রামপুরে ... ...
সবাইতো আমাকে ভালোবাসতো মানুষ পশুপাখি, ফুলফল, গাছপালা
রোজ কতোবার যৌবনহীনা ইছামতির বুকে পা রেখে
পেরিয়ে গেছি পাবনার জজকোর্টের সুমুখ দিয়ে ভাবতে ভাবতে
ঘর-গেরস্থালীর কথা অফিস আদালতের কথা
নিজের ভাগ্যহীন দুঃখ বেদনার কথা বড় ভালো লাগতো
পদ্মাচরের শ্যামল গ্রামগুলো বাঁধের উপর দাঁড়ালে
কোমরপুরের কবি ওমর আলী এদেশের শ্যামল রঙ
রমণীর কী সুন্দর গুনাম গেয়েছেন ... ...
কিংবা ফররুখ আহমদের আদলে কবিতার রূপকার
কাচারী পাড়ার কবি জয়নুল আবেদীন মাহবুবের
কবিতা সুন্দরীদের মুখ দেখতে দেখতে
নারিকেল গাছের আড়ালে চাঁদকেও ভুলে গেছি কখন।

www.pathagar.com

বিকালে সোনালী রোদে অথবা সন্ধ্যার বিজুলী আলোয়
যখন লাইব্রেরী বাজার ঝলমলিয়ে উঠতো
বিনোদনী আড্ডা জমতো জালাল ডাক্তার কিংবা আজাদ হোমিও হলে
অকৃত্রিম বন্ধু ডাঃ আজাদের চেম্বার সরগরম হতো
ধর্ম-রাজনীতি পরিবারিক বিচিত্র আলোচনার তীব্র ঝড়ে।

স্বপ্নিল মুহূর্তগুলো পেছনে ফেলে
একদা তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে রসিক খালুজান এহিয়া মোল্লাকেও
এটা আমার জানাছিলো তবুও তোমাকে ভালো বেসেছিলাম।
তবে এমনিকরে চলে যেতে হবে এটা কখনো ভাবিনি।

তোমাকে ছেড়ে যেতে চাইলেই মনের ভেতর ঝড় উঠে
সব ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে যায় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
তছনছ হয় ভালোবাসার মানচিত্র ... ...।

স্মৃতির জানালা গলিয়ে জোছনার মতো আসে কতো চেনামুখ
ফুয়াদ, ফরিদ, আলম, কবি উদাস আব্দুল্লাহ, মীর্জা আজাদ
ইসলাম হোসেন ইন্দা, মীর্জা তাহের জামিল, মোস্তফা সতেজ
কিংবা থানা পাড়ার মোড়ের কবি সফি ইসলাম, মাসুদ শেখ কানু।

এক বিচিত্র মানুষ সরকারী পাঠাগারের অধ্যক্ষ নিয়ামতুল্লাহ
এবং ভ্রাম্যমান কবি কামাল আহমেদ তোমাদের ছেড়ে যেতে চাইলেই
চোখের কোণে বৃষ্টির মেঘ জমে
বিদ্যুতের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে
"জ্বলে পুড়ে"র কবি বেগম হোসনে আরা চৌধুরী
"বেল ফুলের মালা" হাতে দরদী আপার মতোন
জানাতেন চায়ের টেবিলে সাদর আমন্ত্রণ ... ...।

এবং "অরবিটের" তরুণ বিজ্ঞানী কে, বি, এম, এম, মোসলেহ
যার আবিষ্কার 'গণ শিক্ষক" একদা
এদেশের প্রচুর সুনাম কুড়াবে
এরা তো সবাই ছিলো আমার আপন জন।

মুসাফির দাঁড়ায় না তবুও আকুল আবেদন নিয়ে
পিতার মরণ-শিয়রে বসে ভিক্ষুকের মতো মিনতি জানিয়েছেন কতোবার
"মুসাফির একটু দাঁড়াও" বলে এ্যাডভোকেট আব্দুল আজিজ খান

www.pathagar.com

তবুও চলে যায় চলমান মুসাফির নিশ্চল ছবির মতো
কেউ তো দাঁড়ায় না ... ...

এমনি করে তোমাকে ছেড়ে আমাকেও চলে যেতে হবে
পেছনে পড়ে রবে হয়ত নরম ঘাসে আমার চোখ থেকে খসে পড়া
কটি মুক্তো দানা
এর চেয়ে বেশী কিছু দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই
হে প্রিয় পাবনা।

মনের গহীনে গোপন প্রিয়ার মতো থাকবে তুমি স্মৃতি হয়ে
আমার মনের মাধুরী মেশানো হে চির সুন্দর পাবনা।

বিদায় নিতে পারবো না কখনো
মমতাজ মাস্টার, ওয়াজেদ মাস্টার, হা-মিম সবুর
কিংবা "পড়শী"র ডিপলু অথবা তার ভাইয়ের কাছে।
কী প্রগাঢ় প্রেমের বন্ধন!
অথচ এভাবে যাওয়ার কথা কখনোই ছিলো না
আমার প্রচ্ছন্ন ভাবনায়
আইনের প্যাঁচ কষতে কষতে কখন সাহিত্যের সুবাতাস বয়ে গেলো
এ্যাডভোকেট শাহজাহান আলীর নরম বুকটার ভেতরে
জোয়ার আর্দ্র পদ্মা-যমুনার পলিমাটিতে নবীণ-প্রবীণরা
বিচিত্র রং সাহিত্যের চারা করবে বপন।

অথচ নবাবগঞ্জের এক কসাই জল্লাদ স্বহস্তে
আমাকে হত্যা করলো অকস্মাৎ ব্যক্তি আক্রোশে
মমতাহীন কুৎসিত চামাড়
মানুষের পোশাকে ঢাকা প্রতিহিংসাপরায়ণ
এক ঘোঁৎঘোঁতে ভাগাড়ের শুয়ার।

এভাবে চলে যেতে হবে এটা কখনো ভাবিনি দীর্ঘ ন'বছরে
অথচ তোমার কাছ থেকে কুড়িয়েছি অনেক ভালোবাসা .....

তুমি আমাকে ক্ষমা করো হে প্রিয়তমা পাবনা
শুধু রেখে দিও তোমার বুকের সংগোপনে
আমার চোখ হতে খসে পড়া ভালোবাসার ক'টি মুক্তোদানা।

চকদেব
২৫/১০/৯২

www.pathagar.com

২৬ শে মার্চের কথকতা

আমার দু'চোখ হতে স্বাধীনতার নীল স্বপ্নেরা
হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।
পথাশ্রয়ের কংকালসার ক্লেদাক্ত মানুষের ভীড়ে
কিংবা পূঁতি গন্ধময় বস্তির ভ্যাপসা খুপড়ীতে
আনন্দ-উচ্ছল স্বাধীনতার লাল সূর্যটা
সুখের উত্তাপে সোনালী পাখনা মেলে আর জাগে না।
ইদানীং দেখি না, স্বাধীনতার তথাকথিত স্বাদ
কৃষকের নড়বড়ে চালা ঘরে
মুটে মজুর, রিক্সাচালক কামার কুমার জেলে তাঁতি
এবং বেবাক মেহনতী মানুষের ঘামে ভেজা নোনতা কলেবরে।

চাল-ডাল তেল-নুন লাকড়ির বাজারে
এখন জমজমাট আকাশ ছোঁয়া গনগনে আগুনের সন্তাপ
নিরন্ন ক্ষুধিত জনতার দীর্ঘ মিছিল দ্রুত এগিয়ে আসছে
আমার হাহাকার বুকের গভীর হতে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের
নিরাপদ আশ্রয় চেয়ে
শ্লোগানে শ্লোগানে লক্ষ কণ্ঠ ফেটে পড়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
এবং আকাশের নীল সীমা ছেড়ে যায় সেই করুণ চিৎকারের প্রতিধ্বনি।

স্বাধীনতা এখন বন্দী একরকম আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষের
মূল্যবান সোফা সেট, রেডিও, টি.ভি, ভি.সি.আর, ক্যাসেট
মদ-জুয়া অবৈধ নারীর বিলাসবহুল কারুকাজময়
সুসজ্জিত পাথর বাড়ির লৌহ কপাটের ওপারে ... ...।

অথচ এই শীর্ণ সংখ্যক গুরুজনতার বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা
আর সাগর সাগর তাজা রক্তের বিনিময়ে
স্বাধীনতা এনেছি এক মুঠো অন্নের জন্য
শান্তি-স্বস্তি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য
অথচ কোটি জনতার অস্ফুট কণ্ঠে এখন শুনি ঃ
কোথায় সেই প্রতিশ্রুত সুখালয় স্বাধীনতা

www.pathagar.com

আনন্দ জোয়ারে ভাসা কিশোরীর মতো চির চঞ্চল
নিসর্গ-সাগরের বুকে দোল খেকো
এক নতুন স্বপ্নিল সজীবতা?

মেহনতী মানুষ আজো পায়নি ফিরে হৃদয়ের স্বাধিকার
অথচ স্বাধীনতার সুখ-স্বর্গে উঠে গেছে
বাচাল নেতারা বেবাক বঞ্চিত মানুষের বিশীর্ণ কাঁধে
মেদবহুল সদম্ভ দানবীয় ভারি ভারি পা রেখে ... ...

পায়নি, পায়নি আজো স্বাধীনতার আসল সুখ
এ দেশের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত সর্বহারা মানুষেরা।

জীবন নগর, কুষ্টিয়া
২২/৩/৮০

সোনালী বিকেলে

(মরহুমা খোন্দকার কুরছিয়া বেগম স্মরণে)

স্মৃতির উজ্জ্বল রৌদ্রের মখমলে আচ্ছাদিত
একটি বিরল মুহূর্ত।

স্বপ্নের সোনার হরিণ নড়ে ওঠে
অশরীরী মনের অরণ্যে ... ...
তুমি যখন আসো চিন্তার ডালপালা
উথাল-পাথাল করে

মধ্য দিনের অলস-আংগিনায় বিশ্রান্ত মুহূর্তে
কিংবা রাত্রির সুনসান প্রহরে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে
দূর্বা ঘাসের সবুজ গালিচার গভীরে
আমার কবিতার শব্দাবলী একরাশ ফুল হয়ে ফোটে
তখন খুশীর ফুরফুরে হাওয়ায় মিহিন ঢেউ জাগে
আমার বুকের কাজল দীঘির স্বচ্ছ নীল জলে।

শিমুল পলাশের লাল উঠোন জুড়ে পাখিরা সজীব হয়
সুরেলা কণ্ঠে বাতাবী ফুলের প্রগাঢ় ঘ্রাণের

www.pathagar.com

মৌতাত বাতাস আসে সান্নিধ্যের উষ্ণতায়।
চেতনার সমগ্র শরীর বেয়ে প্রপাতের মতো নামে তখন
এক অলৌকিক শিহরণ আদিম গন্দম কামনায়।

এক পশলা বৃষ্টি ভেজা শেষ চৈত্রের
সোনালী বিকেলে উন্মুখ দু'টি চোখ অনেক স্মৃতির দৃশ্যপটে
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে
রক্তিম রোদের চাদরে মোড়া ঝলমলে
একটি কৃষ্ণচূড়ার রাংগা মুখ দেখে দেখে ... ...।

আটুয়া, পাবনা
২২/৬/৯৩
আমার প্রিয়তমা পত্নীর উদ্দেশে নিবেদিত।

তুমি তুলে দিও সবিনয়ে

আমি লিখে রেখে যাচ্ছি আমার কথা
আমার সারা জীবনের ব্যর্থতার কথা।

হে মহাকাল, সাক্ষী থেকো
আমি অস্ত হয়ে গেলে আমার শেষ রশ্মিটুকু ধরে রেখো
আমি অনেক কিছুই এই পৃথিবীকে
দিতে চেয়েছিলাম
আমার অক্ষমতা আমাকে দিতে দেয় নাই
দিতে পারি নাই।
আমার অসংখ্য স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে
বাস্তবতার আংগিনায় গোলাপ হয়ে ফোটে নাই
তবু আমার অদৃশ্য ভালোবাসাগুলিকে রেখে যাবো
তোমার কোলের কাছে
তোমার নরম হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে।

আমি তো মানুষের জন্য কিছু কবিতার ফুল
রেখে যেতে চাই কিছু জোনাকীর আলো যদিও তা নগণ্য

www.pathagar.com

তবুও তো তা ফুল, এমন কতো ফুল কতো অজ্ঞাত কাননে ফোটে
টিম টিম জোনাকী জ্বলে কতো হৃদয়ের অরণ্যে
হোক তা যতো ক্ষীণ যতো তুচ্ছ তবুও তা আলো ... ...

হে মহাকাল,
তুমি তুলে দিও সবিনয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি অনাগত
মানুষের মসৃণ করতলে
সে ফুল, সে আলো, আমার সে ভালোবাসা
হয়ত আমি ধন্য হবো সেদিন
আমার লোকান্তরে চলে যাবার পরেও ... ...

একটি প্রত্যাশা ও কিছু দুঃখ

(কবি আব্দুল হালীম খাঁ বন্ধুবরেষু)

তোমরা তো এলে না একবারও
আমার অগোছালো অরণ্যে।

এলোমেলো বৃক্ষের গভীরে দেখবে
কেমন থরে থরে সাজিয়ে রেখেছি আমার দুঃখগুলো।
অলৌকিক আরেক আচ্ছাদনে ঢেকে রেখেছি
একটি বিষন্ন গোলাপ
নিঃসংগ অন্ধকারে
আমার কান্নার মুক্তোরা রোজ সেখানে
নীল স্বপ্ন হয়ে ঝরে।

সোনালী রোদ মরে যাওয়ার আগে
একবার তোমরা এসো ... ...
সবরকম দুঃখই তোমাদেরকে দেখাবো

দেখাবো বুকের ভারী বসন উন্মোচন করে
একটা মস্ত বড় ক্ষত ... ...

চড়াই উৎরাই পথ বেয়ে
অনেক দূর হেঁটে হেঁটে কমলা দ্যুতি গোধূলীর এক প্রান্তে এসে

www.pathagar.com

দেখাবো আমার দুঃখময় ধূসর সংসার
উচ্ছলতাহীন একঝাঁক দুঃখের পাখি
সেখানে আশ্চর্য করবে তোমাদেরকে
বড়বেশী ভাবালুতায়।

তবুও এসো সময় করে
আমার ঘন বেদনার উৎস দেখাবো তোমাদেরকে
উষ্ণ সমাদরে স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে।
ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে
হয়ত বলবে ঃ দুঃসাধ্য সাধন করেছেন
একবোঝা দুঃখ অহর্নিশ টেনে টেনে
হাজারে একজনও পারে না আপনার মতো।

অথবা মামুলী কিছু কথা বলে
মিষ্টিহাসির স্মৃতি রেখে
ঝটপট বিদায় নিতে উসখুস করবে
কাজের অজুহাতে ... ...।
সৌজন্যবোধ দেখাতে গিয়ে বলবেঃ
বড্ড কষ্ট আপনার
আবার আসবো একদিন
আসবো কিছু দুঃখের
ডগডগে লাল ফুল নিতে।

অথবা সমবেদনার দুটো কথা ছুঁড়ে দিবে আমার দিকে
আহা, এতো ত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছেন আপনি!

হাত নেড়ে কাঁপা কণ্ঠে বিদায় জানাবোঃ
আবার এসো, সময় করে আবার এসো
লাল সূর্যটা হারিয়ে যাওয়ার আগে
আরেকবার এসো কিছু সান্তনা রেখে যেয়ো
আমার ব্যথাহত বুকের গভীরে ... ...

ফাইনাল যাঁচ শাখা
দিলালপুর, পাবনা/১৯৮৭

www.pathagar.com

হিরোসিমার দুঃস্বপ্নে আতংকিত মন

একদা ছিলো সুগভীর শান্তির সুখ নীড়
নীলাভ পাখির স্বপ্নিল গানে মুখর
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মনোরম সিথান।

ঘাস ফুল জল ফড়িং শ্যামল ক্ষেত-খামার
হাসি হাসি হরিণ চোখ রমণীর কমনীয় মুখ
নিঃশংক জীবনের স্রোতধারা বয়ে যেতো
গভীর আশ্লেষে
এক সাগর থেকে আরেক সাগরে।
ইদানীং শুকিয়ে গেছে সব নদী
নদীর মতো কমনীয় নারী মুখ

স্বপ্নের জল ফড়িং নেই, সুশ্রাব্য পাখির গান
কাঁঠালচাপা, হাসনাহেনা, শেফালীর রেণু থেকে
আর পাই না সেই আগের মতো সুঘ্রাণ ... ...।

সন্ত্রাস-বিভীষিকা আর আণবিক বোমার দুঃস্বপ্নে
দিন-রাত্রির বিষন্ন প্রহরগুলি এখন ঘাতকের ভয়ে কেটে যায়
বিনিদ্র মানুষের নক্ষত্র মন।

স্মৃতির শরীর থেকে বেরিয়ে আসে
নাগাসাকি-হিরোসিমার ধ্বংস ধ্বংস আর্তচিৎকার।

অথচ তারকা যুদ্ধ আর আণবিক বোমার
সুসভ্য ঘাতকেরা
শান্তির নামাবলী গায় সুকৌশলে
ক্রূর থাবা বিস্তার করে বসনিয়া-হারজেগোভিনায়
ইথিওপিয়া সোমালিয়া কিংবা ভূস্বর্গ-কাশ্মীর থেকে
মানবতার বৃহত্তর স্বাধীকার কেড়ে
নরহত্যা এবং ধ্বংসের নৃশংস
পরিকল্পনায় প্রমত্ত এখন ... ...।

www.pathagar.com

সভ্যতার মুখোশ পড়ে ধ্বংস ধ্বংস খেলা ভালো নয়
বন্ধ হোক নর হত্যা, ফুলের মতো নিরীহ নারী নির্যাতন
মুক্ত থাক অহেতুক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা
আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মনোরম সিথান
শান্ত থাক, নিরাপদ থাক,
হৃত মানবাধিকার মানুষ এবার ফিরে পাক।

তোমাদের বল্গাহীন শক্তির প্রতিযোগিতা এবার থামাও
নিশ্চিত বিশ্ব শান্তির জন্য
একবার মাথা ঘামাও।

আটুয়া, পাবনা
১৫/২/৯৪

আরেক অবৈধ পৃথিবীর জন্ম দিতে

বরফের মতো কঠিন মানুষের বিচিত্র মন
তুখোড় সৌর করে নদী বয় কখনো কখনো
উত্তাপের ঘণিভূত মুখ গভীর মেঘাচ্ছন্ন হলে
মৌসুমী উত্তরী হাওয়ারা অকস্মাৎ জমাট বাঁধে
লাবন্যিত সুকুমার ললিত মানস।
আমরা তখন সারমেয়

অথবা ঘোঁৎঘোঁতে শুয়োরের নিকৃষ্ট স্বভাবের
ভয়ংকর অনুগামী হই।

কর্ক আঁটা উপশান্তির ক্রিয়াশীল মুখ না খুলেই
আধির উপশম খুঁজি একান্তভাবে মানুষের তৈরী
নগণ্য সংস্কৃতির দ্বারে দ্বারে।

অথচ আমরা চিররুগ্ন হচ্ছি এখানে সারহীন মেটো শস্যের মতো
প্রয়াশই জীবনের সহজ পথ পশ্চাতে রেখে

www.pathagar.com

স্বেচ্ছায় কানামাছি খেলছি বক্র পথে পথে ... ...।
এক জোড়া স্বচ্ছ প্রজ্ঞার দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও

ক্রমাগত হোঁচট খাচ্ছি
আর দগদগে ক্ষতগুলো বিস্তৃত হচ্ছে হৃদয়ের নরম বোঁটায়
তবুও সেই অন্ধ কাঁটা বনে বিচরণ করি ঘন ঘন
একপাল ধূর্ত শিয়ালের মতো রাতদিন।

আমাদের মন ও মগজের কুঠরীগুলি গলে গলে যাচ্ছে প্রতিদিন
প্রতিঘাত চিন্তার উত্তাপে উত্তাপে ... ...।

সোনার হরিণেরা জোছনার মিছিলে উধাও
নিরন্ধ্র আঁধারের ভূতুড়ে অরণ্যে।

জোনাক জোনাক এক রকম বুনো মন আদিম কামনায়
বীভৎস স্বপ্নের দেশ খুঁজে খুঁজে হচ্ছে বিরান
অবক্ষয়ের নিদারুণ নদীটা উন্মত্ত হয়ে উঠছে কেবলই।
অক্ষত গোলাপের নরম পাপড়িগুলি
হরহামেশা নিগৃহীত হচ্ছে পশুত্বের মধুকর
শক্ত হাতে।

এবং বল্গাহীন প্রচার প্রদর্শনীতে
চিরকাংখিত সুডৌল যৌবনের বেসাতি পাতি
নীহারিকার কক্ষচ্যুতি ঘটে এখানে পরিকল্পিতভাবে
আর এক অবৈধ পৃথিবীর জন্ম দিতে।
প্রগতির নামাবলী গায় চাকচিক্য পোশাক
অথচ প্রবৃত্তির দাসত্বে মগ্ন আমরা বে-আব্রু যৌবন
পশুত্বের সমাজ গড়ার সংগ্রামী মানস
অহেতুক জারজ সন্তানেরা আমাদের কী মর্যাদা বাড়ায়?
ক্রমিক পরিসংখ্যানের সঠিক উত্তাপ হতে মনোযোগ সরিয়ে রেখেছে
অনেক অনেক দূরে।
জৈবিক রেডিয়াম এখন নিস্প্রভ তুষার মণ্ডলে ... ...।

www.pathagar.com

তুখোড় সৌর করে বরফ-মন গলে না আর
ক্রমশঃ আমাদের নদীতে চর জমছে
বালিয়াড়ি ঝড়ে অন্ধ চরাচর।

প্রচ্ছন্ন আঁধারের বোরকা ঢাকা কালো মুখ
বিকল্প খাল কেটে কেটে জলাধার গড়ছি অধিক ফসল পেতে।

কিন্তু চৈতালী প্রখর খরার শোষণে
এই তলাফুটো আধারের সব কটি জল শুষে নিবে অকস্মাৎ।

মরুভূমির অসংখ্য শুষ্কতায় তখন
আমাদের উৎপাদনশীল এই বুকের গভীরে হয়ত
হরিৎবরণ শস্য আর জন্মাবে না ... ...।

পৌর গোরস্তান, কুষ্টিয়া
৮/৮/৮১

সব বদলে গেছে এখন

(কবি বন্ধু ওমর আলীকে)

আমার শৈশব-কৈশোরের পায়ের ছাপ
জ্বলজ্বল করছে শালবাড়ী, দেওয়ানপুর, বয়রা
আর খোশাল বাড়ির মাঠে–ঘাটে সোজা চলে গেছে
যে পথটা ধূলো উড়িয়ে ধঞ্জইল বামনপাড়ার দিকে... ...

এখনো আমি দেখতে পাই বাল্যের খেলার সাথী
তসিরণ সফিয়ার আটপৌড়ে ঝুলকালির সংসার।
আমাদের ঠাকুর বাড়ির আমবাগান

কাঁচা-মিঠা আর ফজলী আমের দাড়াক দাড়াক গাছগুলো আর নেই
এখন পলাতকা বাড়ির মতো ভূতুড়ে খাঁ খাঁ করছে ছায়াহীন
আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, ভাই-বোন নিকট আত্মীয়ের কবরগুলো।

ঘুঘু কিংবা কোন পাখ-পাখালীর ডাক শুনি না
এই উচ্চবিত্তেরা ঘুমিয়ে আছে মাটির অন্ধকারে আজ দারুণ শান্ত

www.pathagar.com

একদা যাদের দাপটে বাঘে-বকরীতে
এক ঘাটে পানি খেতো। নিম্নবিত্ত নিকট প্রতিবেশী
আলমবাবু, আজগর সরদার, তালেব আলীর
ঘর-দোর সেই নিকানো উঠোন লাংগল জোয়াল গরু
বাড়ি ভরা মানুষ-এরা কোথায় গেলো কোথায় গেলো এরা?

গল্প-গুজব, পুঁথি পাঠ সরগরম আমাদের বৈঠক খানায়
সালিশি-বিচার বসে না আর সকাল-সন্ধ্যায়
চোর-বদমায়েশদের পিঠের ছাল আর কেউ তুলে দেয় না
যেমন দিতেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ডাঃ ছমির উদ্দীন আহমদ।
সব বদলে গেছে মানুষ, মানুষের মন আর চেনা যায় না
নতুন সমাজ গড়বে বলে নাকে দুধগলা ছোকড়াদের আস্ফালন শুনি
আদব-কায়দার বড় অভাব
মুরুব্বীরা সম্মান বাঁচান এখন ঘরে খিল ঠুকে।
তসিরণ, সফিয়ার চুলেও কী পাক ধরেছে?

কেউ তো তা বলেনি কোথায় তারা আছে তাও জানি না
শূন্য হাড়ির সংসারে একপাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে
পরিবার পরিকল্পনার বড়ি গিলছে কিনা
অধবা ধান-পানে ভরা সংসারে আনন্দেই আছে ... ...

সেই শহরে আসার পর আর তাদের খবর জানিনা
ঝড়ুসার পেয়ারা গাছগুলোর পেয়ারা কী
আগের মতোই তরুণদের মন ভুলায়
না সবই উচ্ছন্নে গেছে?

সবই তো এখন বদলে গেছে পথ, ঘাট, বাড়ি, ঘর
বড় বন্দের মাঠেও আর তেমন ধান ফলে না।

আটুয়া, পাবনা/৮৭

www.pathagar.com

শ্যামল বনানী ছেড়ে চলে যাবো

এই চির পরিচিত বাংলার শ্যামল বনানী ছেড়ে চলে যাবো একদিন... ...

নরম ঘাসের গালিচায় পা রেখে
শিশিরে ভেজা শীতল পরশ লাগবে চেতনার শরীরে।

পদ্মা-যমুনা কিংবা ধলেশ্বরীর বালুচরে
আমার পায়ের ছাপ গাংচিল অথবা ধানশালিকেরা
খুঁজে পাবে না কর্ম-ক্লান্ত এই আমার ঘামে ভেজা ধূসর অবয়ব।

বড় করুণ একটা দৃশ্যপট
ইদানীং বার বার বিভাসিত হয় এক পাথর হৃদয়
মানুষের বুকের গভীর সমুদ্র হতে আমার চোখের আয়নায়

বিবর্ণ দুঃখেরা যেনো বীভৎস মুখে
অপেক্ষা করছে আমার সর্বাংগ গ্রাস করতে
দু'একজন ছাড়া হয়ত কেউ তা বিশ্লেষণ করবে না
সেই সনাতনী সকরুণ দৃষ্টির সাগরে ডুবে ... ...।

অনেক দিনের লালিত এই সবুজ অরণ্যে
যদিও ফুল-ফলে আমার লোভাতুর হাত বাড়াইনি কখনো
দারুণ রক্ষণশীল মমতায়

কণ্ঠরুদ্ধ করিনি কোন পাখির অশ্রাব্য কূজন শুনেও ... ...
নির্মম নিষাদের মতো তীর মেরে
তবু ওদের গাইতে দিয়েছি ইচ্ছা মতো।

হে পাথর হৃদয় কাপালিক
তবু কেনো আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করছো
ষড়যন্ত্রের ভোজালীতে বিঁধে।
রক্তাক্ত এখন আমার নরম হৃৎপিন্ডের শ্যামলী প্রান্তর
পায়ের তলায় ধূসর মাটিতে
শুধু যন্ত্রণার কাঁটা গাছ।

www.pathagar.com

তুমি কী তা একবারও লক্ষ্য করার গরজ মনে করো না?

মানবতার দৃষ্টি একটু প্রসারিত করো
দেখবে সেখানে তোমারও হাজার রকম দুঃখ-যন্ত্রণা।
মানবতার গলায় ছুড়ি চালিয়ে চালিয়ে
তোমারও কালো করতলে কসাইয়ের মতো লাল হয়ে গেছে।

এই বাংলার চির পরিচিত বনানী ছেড়ে
নরম ঘাসের গালিচা মাড়িয়ে চলে যাবো একদিন।
কেবল পড়ে রবে আমার ক্ষত-বিক্ষত পায়ের রক্ত ভেজা ছাপ
তোমাদের হৃদয় সমুদ্রের দীর্ঘ সৈকতে ... ...।

আটুয়া, পাবনা/৯২

তোমার ক্রোধের অগ্নি-গোলাপগুলো

(স্নেহভাজন কবি জয়নুল আবেদীন মাহবুবকে)

তোমার ক্রোধের অগ্নি গোলাপগুলো
সযত্নে তুলে রাখলাম
আমার নিঃসংগ রৌদ্রের পাবকে দাহ্যমনের
মরূদ্যানের ফুলদানীতে।

দীর্ঘ খরালী আকাশ থেকে তোমার বৃষ্টির মেঘেরা
নিরুদ্দেশ কবে কোথায়-হারিয়ে গেছে
ক্রুদ্ধ ফনা তুলে শুধু সগর্জনে ছুটে এলো
আমাকে গ্রাস করতে

তোমার ভেতর হতে ক্রোধের বিদঘুটে অজগররা ... ...
মেঘের ঘন গম্বুজ চিরে বার বার বজ্রপাত হলো
আমার বুকের প্রশান্ত জমিনে
টর্ণেডো হারিকেন সাইক্লোন ঝাঁক ঝাঁক ওঠে এলো
তোমার বিবর্ণ ঠোঁটের বিষাক্ত নীলহ্রদ থেকে
ক্রোধে অন্ধ মাতংগের মতো মুহূর্তে তছনছ করতে
আমার বেবাক সত্তার শ্যামল পরিবেশ... ...।

www.pathagar.com

তবুও আমি নির্বিকার বসে থাকলাম
সংযমের শক্ত শিকড় বহু দূর ছড়িয়ে দিয়ে
আমার চারপাশের মজবুত মাটি আঁকড়ে
ধ্যানমগ্ন সাধকের মতো নিরুত্তাপ।

এরপরও প্রচণ্ড বেগে বয়ে গেলো
তোমার বৈরী ক্রোধের প্রচণ্ড বাতাস আমার
হৃদয়ের মসৃণ শরীরটার উপর দিয়ে দ্রুত খুব দ্রুত
আমি নিশ্চুপ সহ্য করলাম নির্বাক বৃক্ষের মতো
অটুট দাঁড়িয়ে

আর তোমার ক্ষিপ্ত মাতাল আকাশ থেকে
অনবরত হতে থাকলো নির্মম শিলা-বৃষ্টিপাত... ...।

[redacted]
চকদেব
২৩.৪.৯৪

বুকের মঞ্চে স্বাধীনতার সংলাপ

শালবাড়ী থেকে ধঞ্জইল খুব বেশী দূরে নয়
মাঝখানে খেশালবাড়ী বেলীর দরগা পার হলেই
ঘুঘু কিংবা দোয়েলের গান শোনা যাবে
গাছ-গাছালীর পাতার ফাঁকে বর্জুন কিংবা মধুপুরে ... ...

মল্লিকপুর, মারমা, ঝাড় গাঁয়ের ভিতর দিয়ে নির্ভয়ে পথ চলেছি
পায়ে হেঁটে মাঠ ভেংগে চলে গেছি হাঁট চকগৌরী
একটু জিরিয়ে সারদার দোকানে ধোঁয়া ওঠা এক কাপ
স্বাদের চা খেয়ে
হাপানীয়া হয়ে দিনে কিংবা রাতে নওগাঁ শহরের দিকে... ...
গাঁটরী-বোচকা নিয়ে রমণী কিংবা পুরুষেরা নির্বিঘ্নে
চলে যেতো একস্থান থেকে আরেকস্থানে
স্বরসতীপুর, বলিহার, চৌমাসীয়া ধোপাই পুরে

www.pathagar.com

লোলুপ দৃষ্টি ছিলো না কোন রমণীর সৌন্দর্যের দিকে
কিংবা কোন পুরুষের ট্যাঁকে
হাত বাড়াতো না কোন হাইজাকার ছিনতাইকারী
সন্ত্রাসী হিপ্পি চুল শাল গ্রাম, বাজিত পুর কিংবা চকচাঁদে
নাটশাল বকাপুরের সরল মানুষেরা -ওকি গাড়িয়াল ভাই
আব্বাসের কণ্ঠে গানের ধুয়া
গাইতে গাইতে রাতবিরাতে গরুর গাড়ী হাকিয়ে কিংবা
নির্ভয়ে পায়ে হেঁটে ধুধু মাঠ ভেংগে বিজন প্রান্তর গাছ গাছালীঢাকা
ঘুটঘুট বাঁশ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে বউ-ঝিরা নাইয়রে যেতো
এ গাঁও থেকে ও গাঁয়ে... ...

কিংবা গাড়ী বোঝাই ধান-চাল নিয়ে হাফেজ আলী, বক্স বেপারী
প্রতি বুধবারে চলে যেতো নওগাঁর হাটে, মাতাজীর হাটে
কিংবা মহাদেব পুরের গঞ্জে চাকরাইল হয়ে সোজা বদল গাছীর দিকে
দিনে অথবা রাতে তীক্ষ্ণধার চকচকে ছুড়ি কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে
কেউ পথ রোধ করেছে বলে শুনিনি এই সেদিনও ... ...।

অথচ দেশ স্বাধীন হয়েই দিনে দুপুরে চাঁদার হাটে
হাটভর্তি মানুষের সামনে জবাই করলো গরু ছাগলের মতো
শাল গ্রামের আবেদ আলী সরদার আর তার ছেলে
নিষ্পাপ আমজাদ হোসেনকে
নির্মম হাতে আলীপুরের সন্ত্রাসী অগ্নি খাঁ
সব মানুষের ভেতরে তখন ভয়ের বৃষ্টিপাত হচ্ছিলো
কাঁপা কাঁপা পায়ে নিস্তেজ রোদ সরে গেলো সন্ত্রস্ত
হাট ভাংগা মানুষের সাথে সাথে।

আহা! কতো ভালো মানুষ ছিলো আবেদ আলী সরদার
আর তার চেলে আমজাদ হোসেন ... ...।

এসব ঘটনা তো ঘটলো একাত্তরের স্বাধীনতার পরে
চোখের সামনে জরিনা, আছিয়া, লাইলী খাতুনেরা
সেই থেকে কোথাও স্বচ্ছন্দে পা ফেলে, গা মেলে
যাওয়া আসা করে না এখন ইজ্জতের ভয়ে
ভরা যৌবন নিয়ে গৃহবধূ ময়না খাতুন সম্ভ্রম খোয়ায়
আপন গৃহের আংগিনায় স্বামী-শ্বশুর ভাই কিংবা পিতার সামনে।

www.pathagar.com

বালিকা কিংবা তরুণীরা স্কুল কলেজে যাবার পথে
দুর্লভ কৌমার্য নিয়ে দারুণ উত্যক্ত হয় ইদানীং
এক রকম বখাটেদের অভদ্র অশালীন খপ্পরে... ...

শহরের জনবহুল রাজপথে
লাঞ্ছিত হয় রমণীরা হারায় গলার হার কিংবা কানের ফুল
হাতের চুড়ি হ্যাচকা টানে ভ্যানিটি ব্যাগ উধাও হয় নিমিষে
এক শ্রেণীর ছিনতাইকারীর ব্যাঘ্র থাবায়
পুলিশের চোখের সামনে

মতিঝিল, নীলক্ষেত, পল্লবী, গুলিস্তানে
আর মাননীয়া শিক্ষিকা খুন হয় গৃহের দোরগোড়ায়।
তেইশ বছর পরেও জবেদ আলী, রহীম বক্স, বিশা মোল্লা
তাগড়া জোয়ান সাইফুদ্দিন নয়ন বিবি তৈরণ নেছারা
হত্যা কিংবা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে প্রতিদিন ... ...

নেতাদের মঞ্চ গরম বক্তৃতার খৈ ফোটাতে তুমি তো আসো
প্রতি বছর রাজকন্যার মতো বর্ণাঢ্য জৌলুসে
ও ছাব্বিশে মার্চ, ও স্বাধীনতা দিবস!
তুমি সাক্ষী থাকো রাজসাক্ষী হয়ে ইতিহাসের পাতায়
আমরা এখন ভয়ানক জিম্মি সন্ত্রাসীদের লোমশ করতলে

শালবাড়ী থেকে ধঞ্চইল খুব বেশী দূরে নয়
মাঝখানে খোশালবাড়ী বেলীর দরগা পার হলেই
ঘুঘু কিংবা দোয়েলের গান শুনি না তেমন
বর্জুন কিংবা মধুপুরে।
ঝোপ-ঝাড় অথবা গাছ গাছালীর গভীর থেকে
শুধু ঘাতকের ভয়ংকর আওয়াজ শুনি ইদানীং আমাদের
শহরে বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে কিংবা নিজ গৃহের দোর গোড়ায়
বীভৎস সন্ত্রাসী কর্কশ কণ্ঠের মতো... ...

মওঃ মুহিউদ্দীন খান এর বাসা
গেন্ডারিয়া, ঢাকা
২/৩/৯৪

www.pathagar.com

ওঠে এসো

ওঠে এসো,
বস্তুবাদের সংকীর্ণ অন্ধকার গহ্বর হতে
যেখানে নেই উচ্ছল জীবন স্পন্দন
মানুষের স্বাধিকার
আছে ক্রীত দাসত্বের বন্দীখানা দুঃখ-জ্বালা
হা হুতাশ নিপীড়ন।
ওঠে এসো,

আলো ঝলমল বিস্তীর্ণ মানবিকবোধে পরিব্যাপ্ত
মুক্ত নিসর্গে

ওঠে এসো,
পশুবাদের ঘৃণ্য খোয়াড় ভেংগে মানুষের অধিকার
ছিনিয়ে আনতে... ...
পায়ে দলে যতো বঞ্চনার ইতিহাস
সোচ্চার হও, সোচ্চার হও বলিষ্ঠ কণ্ঠে
বাকস্বাধীন বিবেকী আদম সন্তান
খুলে ফেলো মুখের কঠিন সীল-মোহর
তুমি তো স্রষ্টার প্রতিনিধি
বলো উচ্চ কণ্ঠে মানুষের প্রভুত্ব মানি না, মানবো না
বানরের প্রজাতি নই আমরা
আমরা আল্লাহর অনুগত গোলাম
মানি না, মানি না মানুষের তৈরী মতবাদ
আমাদের নেই কোন ভয় একালে ওকালে
আমরা তো আল্লাহর পথে দৃপ্তপদ মুজাহিদ

ওঠে এসো,
বস্তুবাদের অন্ধকার সংকীর্ণ গহ্বর হতে
যেখানে নেই উচ্ছল জীবন-স্পন্দন সৃষ্টির সেরা
মানুষের অধিকার।

www.pathagar.com

জেনে রাখো অন্ধকারের কীটেরা, শুনে রাখো
আল্লাহর আনুগত্য কখনো নয় কল্পিত আফিম
কালজয়ী সর্বকালের এ নির্ভুল জীবন বিধান
এতে আছে অমোঘ সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি অফুরান
মানুষের গড়া স্বার্থবাদী সুখহীন বেদনার শৃঙ্খল
ভেংগে ফেলো, ভেংগে ফেলো

ভাংতে হবে তা শক্ত হাতে... ...
ইদানীং পৃথিবীর তাবৎ খোয়াড়ে মানুষেরা হয়েছে সবাক
আপন অস্তিত্ব বাঁচাতে বিপ্লবী উচ্চারণে উন্মত্ত এখন
বস্তুবাদের দৃঢ় মূল বুনিয়াদে লেগেছে ঝড়ের কাঁপন
তছনছ হয়ে গেছে সেই জিন্দানখানা
মুক্তিকামী মানুষেরা এখনো লড়ছে রক্তের
দরিয়ায় নির্ভয়ে
আত্মঘাতি জুলমাতের মোকাবেলায়
জীবনকে বাজী রেখে লড়ছে
একটি নতুন সূর্য ওঠার অপেক্ষায়

ওঠে এসো,
ওঠে এসো, সর্বহারা স্বাধিকার বঞ্চিত খোয়াড়ে মানুষ
বস্তুবাদের সংকীর্ণ অন্ধকার গহ্বর হতে ওঠে এসো
আলো জলমল মুক্ত পাখি ডাকা চরাচরে
একটি সুহাসিনী স্নিগ্ধ ভোরের সুখময় প্রান্তে।

আটুয়া, পাবনা
২৮/৬/৮৮

www.pathagar.com

একজন বৃদ্ধ ঃ দু'টি কন্যা ও একটি ভাংগা বাড়ি

(কবি শাহ আলম চৌধুরীকে)

হেঁটে যেতে যেতে মনে হলো একটি সন্ধ্যা একটি সকাল
এবং একটি স্মৃতিময় উজ্জ্বল দুপুর গুটিগুটি পা ফেলে
সামনে এসে দাঁড়ালো ছবির মতো।

ঘরে ঘরে জ্বলতো তখন হ্যারিকেন অথবা মাটির প্রদীপ
কোন কোন অভিজাত বিপণীতে কেউ কেউ জ্বালতো
বিদেশী হেচাগ।

এইতো ছিলো সেদিনের খান্দানী বিলাস
নওগাঁ শহরের, পাথুরে খোয়া বিছানো পথে
চকদেবে, হাট নওগাঁয় কিংবা
চক এনায়েত, মাস্টার পাড়ায় টুংটুং ঘন্টি বাজিয়ে
চলতো টমটম, গরুর গাড়ী দু'চাকার সাইকেল।
অথবা রাজহাঁসের মতো পাঁক পাঁক হর্ণ বাজিয়ে
নড়বড়ে পেট্রোল বাসগুলো ছুটতো
মহাদেবপুর, স্বরসতী পুর, হাপানীয়া হাট চকগৌরীর দিকে... ...
রিক্সা কিংবা ঠেলা গাড়ীর মুখ দেখেনি
বৃদ্ধা আমেনা খাতুন, মরিয়ম বিবি শাকুর চাচা ... ...
অলি গলিতে জটলা করা খুনীর মতো কালো আঁধার তাড়াতে
জ্বলে উঠতো না আলোর চাবুক হাতে বিজুলী পুলিশ।

এই শহরের অলি গলি, পথ-ঘাট
দেবের ডাংগার সেই প্রাচীন বটগাছ যার প্রসারিত ছায়ায়
তৎকালীন কে, ডি, স্কুলের কৃতিছাত্র
কবি হুমায়ুন কবীর কবিতা লিখতেন
এবং তারিফ মোক্তারের স্মৃতিবাহী নওগাঁর পৌর গোরস্তান

সবই তো আমার চেনা প্রিয় মুখের মতো
কেবল আমিই অপরিচিত ইদানীং এই পরিচিত শহরে ... ...

www.pathagar.com

খান্দানী বংশের পতাকা উড়ানো কাজী পাড়া
টমটমের আড্ডাখানা জোনাকজ্বলা পার নওগাঁ
বাঙ্গাবাড়ি কিংবা উকিল পাড়ার ঝোপ-ঝাড়ে
বক্তব্যের ঝড় তোলা নওযোয়ান মাঠ
সরগরম কমলা টকীজের আংগিনা সৌখিন
পার্কের বেঞ্চে বসে
যৌবনের উষ্ণ আকাশে স্বপ্নিল তারা গুণতে গুণতে
এ, টি, ম মাঠ পেরিয়ে দপ্তরী পাড়ায় আমার
কৈশোর-যৌবনের পায়ের ছাপ
পুরাতন দলিলের টিপসইয়ের মতো
আবছা আবছা দেখা যায়।

হুক্কা পাড়ার মেটে ঘর অথবা বেড়ার জৌলুসহীন
বাড়িগুলোর খসখসে শরীরে
ইদানীং সম্পদের অভিজাত চিকনাই উপচে পড়ছে
লোভনীয় ষোড়শী যৌবন... ...

ডাক সাইটে মানুষ, করিম ডাক্তার, কায়েম ডাক্তার,
সালাম মওলানা
শেখজী পাড়ার রহিম খাঁ, মাধব শাহ, এজাহার মোক্তার
ইমান শেখ, পানাউল্লাহ
ছমির ডাক্তার, সাবগর আলী জনকল্যাণ পাড়ার
প্রতিষ্ঠাতারা কোথায় গেলো? কোথায় গেলো সেই মানুষগুলো?
গেলে তো আর ফেরে না বাদশাহ মিয়া, মোতাহার মোল্লা, আব্দুল হাই লালু
এখানেই শুধু দুঃখের কুয়াশারা চোখের আকাশ থেকে
খসে খসে পড়ে টুপটাপ বৃষ্টির মতো।

পচা নর্দমায় ডুবন্ত চির অবহেলিত নূনিয়া পাড়া
আদিম ভ্যাপসা গন্ধে বাতাস ভারী ... ...
বাদুড়ের মতো কিচির মিচির মদ-মাতাল
হরিজনদের শূয়ার পোষা ময়লা গাড়ীর মহল্লায় এখন
গড়ে উঠেছে অভিজাত মানুষের জন্য
চাল-ডাল, তরি-তরকারীর নিত্য প্রয়োজনীয় সরগরম বাজার।

www.pathagar.com

হেঁটে যেতে যেতে মনে হলো
কাজী পাড়ার মসজিদের সম্মুখে বাতাস ভারী হয়ে
কানে কানে করুণ সুরে গেয়ে গেলোঃ
"চাদনী চকের বাজারে, হাজার লোকের মাঝারে
যেজন যাহার মনের মানুষ"— খুঁজতো একটি বিরল কবি কণ্ঠ
যাকে তোমরা বিস্মৃত হয়েছ অবহেলার অন্ধকারে
এই তো সেই কাজী মোজাফফর হোসেন খাকী
নওগাঁর আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র
একদা যার কাব্যের রূপ-রস-গন্ধ-মাধুর্যে চঞ্চল
পাখির মতো নেমে উঠতো খঞ্জনা-মানুষের মন
ওকে বাঁচিয়ে রাখো, বাঁচিয়ে রাখো তোমাদের
সাহিত্যের বিস্তীর্ণ শ্যামল আংগিনায়
শুধু নওগাঁর জন্য ... ...

হেঁটে যেতে যেতে স্মৃতির সড়ক থেকে আরো দেখলাম
অষ্ট প্রহর দুঃখের সাথে, নিজের ভাগ্যের সাথে লড়াকু
একজন প্রচারবিমুখ কবির চিরপরিচিত দুঃখগুলো
কবিতার শব্দাবলীর মতো বুকের গভীরে
জড়িয়ে আছে মাতৃহীনা বিষন্ন মুখ দু'টি কিশোরী কন্যা
চকদেব মহল্লার এক নিভৃত কোণে স্বল্পালোকে জোনাকীর মতো
এবং দাঁড়িয়ে আছে একটি স্মৃতিবাহী পলেস্তরা খসা
পৈত্রিক প্রাচীন ভাংগা বাড়ি ... ...

চকদেব
অক্টোবর/৯২

www.pathagar.com

প্রত্যাশার ম্লান চোখে

ওরা বসে থাকে ঝাঁক ঝাঁক শুভ্র সকালে প্রতিদিন
টুকরী, কোদাল, নিড়ানী সামনে রেখে ... ...

আসে সানিকদিয়ার, ঘোষপুর লক্ষ্মী কোলের চরের মানুষ
কাজ খুঁজতে খুঁজতে ঠিক মেসার্স আলম স্টোরের সামনে
প্রত্যাশার চোখ মেলে বসে থাকে
লাইব্রেরী বাজারে ঝাঁক ঝাঁক প্রতিদিন শুভ্র সকালে।

তাহের আলী, শুকুর শেখ, কছিমুদ্দিনের জোয়ান পোলা
ভাবে ফেলে আসা ঘর-সংসারের কথা
তরুণী জরিনা, ময়না খাতুন- আহা, চোখ ফিরানো যায় না
রূপসী বউ মোমেনা খাতুনের কথা
শীত-কাঁপা বস্ত্রহীন ছেলে-মেয়ের উদোম শরীর
এক ফোঁটা চাল নেই শূন্য হাড়ির তলায় হাওয়ার খেলা
তসলিমা, রমিছা, জোবেদারা সংসারের ঘানি টেনে টেনে
জৌলুসহীন মুখ বে-আব্রু হয়ে গেছে কবে ঘরে বেড়া
চালেও নেই রোদ-বৃষ্টি ঠেকানো ছন।

কাজ পেলে হাসির ফুল ফোটে খুশীর জ্যোৎস্নায়
মজের আলী, ছায়েম মালিথা, পচা খাঁর
ছন্নছাড়া বিরানা সংসারের বাগানে... ...।

আহা! বিশ বছরেও কাংখিত বিজয়ের পতাকা উড়লোনা
কোশাখালি, কাশীপুর, ছাতিয়ানী, আটুয়ায়
হেমায়েত পুরের পাগলা গারদে ... ...
ওরা কোন দিন দেখেনি আলো ঝলমল আকাশ
নক্ষত্রের আগুনে জ্বলে
শ্যামল বনানীর মতো ঘন সবুজ মুখ
কিংবা কুমারী মনের প্রথম ভালোবাসার মতো
খিলখিল হাসির বিজয় দিবস
পাবনার পুলিশ মাঠে কিংবা জিন্নাহ পার্কে।

www.pathagar.com

ষোলই ডিসিম্বর এলে ঝাঁক ঝাঁক মানুষ
কোথায় যায়, কোথায় যায় ঐদিকে দ্রুত...

অথচ পেটের ঝোলা ভরাতে ওরা ম্লান মুখে বসে থাকে
কিছু চিন্তা কিছু অভাবের বোঝা নিয়ে
লাইব্রেরী বাজারে অনন্তের মোড়ে
শিবরাম পুরের বাঁশ বাজারে।

গতরের নোনতা ঘামে ভিজে প্রতিদিন সাঁঝে
আধপেটা আহারের বিজয় দিবস ওরা কিনে নিয়ে যায়
ঝুলকালির সংসারে কটা হাড় জিরজিরে মানুষের জন্য

মনিরউদ্দীন, তারু মন্ডল শ্রীদাম ঋষি দ্রুত
চলে যায় অন্ধকারে
হুমড়ী খেয়ে পড়া বস্তির খুপরীতে দারুণ স্যাত স্যাতে
আর হিমেল হাওয়া
ঘোষপুর, দ্বীপচর, সানিকদিয়ার, বাজিতপুর ঘাটে
দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে বেজে ওঠে
অশুভ পেঁচার কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজের মতো
কোথায় সেই প্রতিশ্রুত বিজয় দিবস?

আটুয়া, পাবনা
১০/১২/৯৩

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ জীবনের ধূসর ছবি

(মরহুম কবি খন্দকার আবুল কাছিম কেশরীকে)

এক সুরম্য দালানের ভিত গাঁথতে চেয়েছিলে বুঝিবা
তখন উজ্জ্বল আয়ত চোখে ছিলো তোমার
অসংখ্য গভীর নীলাভ স্বপ্নের উচ্ছল লাল সূর্য
যৌবন-তারুণ্যের প্রাণবন্ত খেয়ালী গাঢ় সবুজ দিগন্তে
হয়তোবা ছিলো বহমান নদীর মোহনায়
একদা হাজারো ছন্দ সুরের খঞ্জনা পাখি
অরণ্য সুরভিত বসন্তে।

হে কবি,
তখন কী তুমি ভেবেছিলে
লাঞ্ছিত হবে তোমার যুগ যুগান্তের বহু সাধনার অপূর্ব সৃষ্টিরা
শীতের ঝরে যাওয়া ঝরা পাতার মতো?
তখন কী ভেবেছিলে চির প্রবাহমান উন্মুক্ত গংগায়
উঠবে দুর্ভেদ্য ফারাক্কার মরণ প্রাচীর?
তখন কী ভেবেছিলে তোমার সাধনার স্বচ্ছ সলিলা কাজল দীঘি
জীবনের সকল স্বার্থকতা হারিয়ে মজা ডোবা হবে?
হয়তো ভাবোনি।

হে কবি, আজকাল বোধগম্যহীন শব্দে বিকট চিৎকারে
তোমার সাধের ইমারতে ধস নামছে
এ যেনো প্লাস্টিকের যুগে মণি-মুক্তার পরাজয়
অনেক আগেই তা বোধে এসেছিলো বুঝি... ...

হে কবি,
এখন বিলাসী কল্পনার সাগরের অফুরন্ত নীলের গভীরে ডুবে
হৃদয়ের মসৃণ পটে দেখো কী
তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ধূসর ছবি... ...।

চকদেব/১৯৮০

www.pathagar.com

দুঃখের যতো কালো বসন খুলে ফেলো

দুঃখের যতো কালো বসন খুলে ফেলো সুনয়না
তোমার বিভাসিত কোমল অংগ থেকে ... ...।

ঘাসফুল আর জল ফড়িং আমার এই
স্বদেশের মাটিতে দুর্লভ নয়
দুর্লভ নয় কোনো স্বর্ণালী সকাল... ...
ঝির ঝির বাতাসে উড়ে প্রজাপতির রংগীন ডানায়
পদ্মা যমুনা মেঘনার চরে
ধান শালিক আর গাংচিলেরা
কবিতার নিখুঁত শব্দাবলী খোঁজে
এক সোনালী রোদ থেকে আরেক
সোনালী রোদে উড়ে যায়
প্রসারিত তোমার স্বপ্নময় নীল আকাশে।

শ্যামল মাঠের চওড়া বুকে বড় মেহনতের
গজিয়ে ওঠা ফসলের সবুজ সুখ সুখ গা ছুঁয়ে
নিঃশব্দ শিশিরে ভেজা রোদের হলুদে
আমাকে তন্ময় করে সুনয়না।

দুঃখ দুঃখ বলে আর চিৎকার করো না
ভালোবাসার সব পাত্রটা উজার করে দিলে আর দুঃখ থাকবে না
এই বুকের চির হরিৎ অরণ্যে বাসন্তী হরিণেরা
আমাকে বারবার মুগ্ধ করে
আর তখনই ফুটে ওঠে জোছনার তরলে
এক গুচ্ছ সুখের শুভ্র রজনীগন্ধা।
তোমাকে চিরকাল ধরে রাখতে চাই সুনয়না
তোমাকে আমি ভালোবাসি
প্রস্ফুটিত একটি নিটোল গোলাপের মতো।

আটুয়া, পাবনা/৯০

www.pathagar.com

মৃত্যুর বীভৎস অন্ধকারে

এখন এখানে নামছে ক্রমাগত
দুর্যোগের কুটিল রাত।

বাঁশবন, ঝোপ-ঝাড় লোকালয় পেরিয়ে
এলোমেলো বৃক্ষের গভীর অরণ্যে
গ্রামে-গঞ্জে, উজ্জ্বল নিয়ন আলোয় ভাসমান
শহরের রাজ পথেও ... ...
হামাগুড়ি দিয়ে আসছে আঁধারের ধূর্ত কালো শেয়াল।

মানুষের আবাস ভূমি এখন বে-দখল
ভূত-পিশাচের প্রগাঢ় নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
নিরাপত্তাহীন কষ্টের "হোতামা" উত্তাপ ছড়ায়
মানুষের সুকোমল হৃদয়ের বিস্তীর্ণ উপত্যকায়।

সম্মুখে ভেসে ওঠে খন্ড খন্ড সমস্যার ঘোলাটে মেঘ
সুযোগ সন্ধানী মৎস্য শিকারীদের কৌশল জালে
জড়িয়ে যাচ্ছে বেবাক মানুষের সাহসী ইচ্ছার ক্ষুদে মীন
আহা! ঘোলা জলে মাছ ধরার কী চমৎকার উৎসব
ওদের পৈত্রিক বাঁধানো ঘাটে বকুলের ছায়।

ক্ষমতার হিংস্র দাঁতাল বাঘ
বার বার কেবল লাফিয়ে পড়ছে দুর্বল মানুষের ঘাড়ে
সেবার লেবাসের আড়াল টেনে ভয়ানক চাতুর্যের সাথে
স্বার্থের বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে বিদ্ধ করছে

ক্ষমতাহীন নীচতলার বেবাক অসহায় মানুষের শরীর।
আর বুভুক্ষু মানুষ প্রতিদিন আত্মহুতি দেয়
বাঁচার তাকিদে, ঝাঁক ঝাঁক মৃত্যুর বীভৎস অন্ধকারে।

আটুয়া, পাবনা/৮৯

www.pathagar.com

নির্মেঘ নীলাভ নভে

এমন বলিষ্ঠ মেধাবী কণ্ঠস্বর আর কখনো শুনিনি

নীল আকাশের কিনারায় ফিনকী দিয়ে
জ্বলে ওঠে মাতৃভাষার দাবীর শ্লোগান
ঠিক যেনো বিস্ফোরিত বোমা
ধমনীর বেবাক রক্ত নাচিয়ে ... ...

৮ই ফাল্গুনের দৃপ্ত কণ্ঠ
নির্ভীক ভাষা সৈনিক-সালাম বরকত রফিক জব্বার
শিমুল-পলাশের শাখায় শাখায় দুলে ওঠে যেনো
রক্তিম আল্পনায় তোমাদের
স্মৃতির জ্বলন্ত অংগার।

অথচ তোমাদের নিবেদিত আত্মার
আদর্শ মূল্যায়নে বড় বেশী উচ্চকিত নই আমরা এখন
সময়ের প্রাচীরে শুধু লিখে যাই
তোমাদের জন্য কিছু আপ্তবাক্য।

আর তাৎক্ষণিক রাখি কিছু উষ্ণ বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে
করি কেবল স্ববিরোধী কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ... ...

অতঃপর কালের আবর্তে আবার ঢেকে যায়
তোমাদের আদর্শ তোমাদের কথা তোমাদের ভাস্বর স্মৃতি
তোমাদের মহান আলোচনা।

তবুও তোমরা চির অমর হে ভাষা সৈনিক
তোমাদের স্বর্ণালী ইতিহাসের সব ক'টি দুয়ার খোলা রবে
দীপ্তিময় নক্ষত্রের মতো অনাদিকাল
এই বাংলার ভাষাপ্রেমিক প্রতিটি হৃদয়ের
নির্মেঘ নীলাভ নভে ... ...।

আটুয়া
১৫/২/৯০

www.pathagar.com

একটি গোলাপ একটি নক্ষত্র

(আত্মজা প্রতিম মোছাম্মাত কবিতা সুলতানাকে)

একটি লাল গোলাপ এতোদিন প্রচ্ছন্ন ছিলো
প্রগাঢ় কুয়াশার নেকাবে মুখ ঢেকে... ...

তার মিষ্টি সুবাস বাতাসে ভাসতে ভাসতে
একদা গ্রাম গঞ্জ অরণ্য নগর পেরিয়ে
সবুজ মাঠ ঘাট ছুঁয়ে ভেসে এলো
পদ্মা যমুনা বুড়ি গংগা ধলেশ্বরী তুরাগের স্রোত বেয়ে
পৃথিবীর তাবৎ অনুভূতির নাসারন্ধ্রে ... ...।

একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বহুদিন মেঘাচ্ছন্ন ছিলো
নিঃশব্দ রাতের তমিস্রার আড়ালে
লজ্জাবতী লতার মতো প্রতিবন্ধকতার
প্রাচীরের ওপাড়ে।

সহসা পিতৃতুল্য একজন দরদী মানুষের
স্নেহের প্রবল বাতাস স্পর্শে কেটে গেলো
সেই চাপ চাপ কালো মেঘ ... ...

অপসারিত হলো কুয়াশার ঘন চাদর নির্মেঘ আকাশে
ফুটে উঠলো জ্যোৎস্নার ধবল বৃষ্টিতে ধোওয়া
একটি দীপ্তিময় জ্বলজ্বলে নিটোল নক্ষত্র

অবিনাশী হৃদয়ের চোখ জুড়ানো সুরভিত লাল টকটকে
একটি অগ্নিগোলাপ ... ...

আহা কী সুন্দর! আহা কী সুন্দর!
আলো আর সৌরভের অসংখ্য রেণু ঝরে পড়বে এখন
পৃথিবীর চার পাশে, দিগন্তের শেষ সীমায়
এবং পূতিগন্ধময় দূষিত পরিবেশ ছাপিয়ে
আমাদের বিদগ্ধ চৈতন্যের বিরানা উপত্যকা হবে গন্ধ ভুর ভুর ...

খান সাহেবের বাসা
গেন্ডারিয়া, ঢাকা
৯/৪/৯৩

www.pathagar.com

শুধু একবার বলো ...

শুধু একবার বলো প্রশান্ত হৃদয়ে লাবণ্য
আমি তোমায় ভালোবাসি।

বিস্তৃত হোক সে ধ্বনি প্রতিধ্বনি প্রেমের উঠোনে উঠোনে
শীতের শুভ্র সকালের মিষ্টি রোদের মতো।

শুধু একবার বলো, সোনালী ফসলের মাঠে মাঠে
প্লাবনের জোয়ার রাক্ষুসীরা এসো না, এসো না
রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা, শীতে কাঁপা
কৃষকের আশান্বিত মুখ বিবর্ণ করো না।

সবুজ গ্রামগুলো শ্যামল বৃক্ষের বন
ভেসে নিও না নিরীহ মানুষের বড় আদরের আবাস
এরা দারুণ শোষিত নির্যাতিত
রক্ত চক্ষু পাথর বাড়ির কঠিন মানুষের
নির্মম শোষণে।

শুধু একবার বলো প্রশান্ত হৃদয়ে লাবণ্য
আমি তোমায় ভালোবাসি।
বিস্তৃত হোক সে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি প্রেমের উঠোনে উঠোনে
শীতের শুভ্র সকালের মিষ্টি রোদের মতো।

বার বার আনো ভালোবাসার প্রবল বৃষ্টি
আর হৃদয় ছোঁয়া সুবাতাস।

মরুর উষ্ণতা এনো না, এনো না লাবণ্য
শুধু একবার নিদেন পক্ষে একবার বলো

আমি তোমায় ভালোবাসি
আমি তোমায় ভালোবাসি
উদার আকাশের বিশালতার মতো।

আটুয়া, পাবনা/৯৩

www.pathagar.com

একাকী আমার বুকে

আমি নাকি প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক
কিম্ভূতকিমাকার চলমান মমি ... ...।

আজো নাকি ছুঁতে পারিনি ইদানীং সভ্যতার
চাকচিক্যময় বিচিত্র আলোর পরিবেশ।

আমার চৈতন্য নাকি ধর্মান্ধতার স্বপ্নে বিভোর
আমি নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সংকীর্ণমনা
ভাববাদী ধর্মের আফিমে নিমগ্ন
স্রষ্টার পরম অস্তিত্বে বিশ্বাসী
পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারেও ... ...।

তাই হতে পারিনি স্ত্রৈণ কিংবা পরকীয়া নারী সম্ভোগে অভ্যস্ত দায়ূস
আর এ বেষ্টনী ভেদ করে মুক্ত আলোর সোনালী কণা
নাকি ঠিক মতো আমাকে ছুঁয়ে যেতে পারেনি এখানেই দুঃখ
দোয়েলের মতো বলেনঃ প্রগতিবাদী বন্ধুরা।

আমার লেখাগুলি নাকি খুবই উন্নতমানের
শৈল্পিক কারুকাজের বিশাল ইমারত।
কেবল ভাববাদী আর মোল্লাই আলখেল্লায় আচ্ছাদিত বলে
আধুনিক পৃথিবীতে অখাদ্য অচল এগুলি।

অথচ আমার বিবেকের স্বচ্ছ জানালা পথে ঠিক আমি দেখি
স্বকাল সভ্যতার সংখ্যাতীত কলংক কালিমাঃ
অবাধ্য সন্তান, মাতা ভগ্নি জয়া কন্যারা
স্বসৃষ্ট দূষিত বাতাসে চারিত্রিক রোগাক্রান্ত বড় বেশী এখন।

সভ্যতার শরীর আজ অনাচার দংশিত ক্ষত-বিক্ষত
নগ্ন যৌনতা এখানে প্রকট পরিকল্পিত মানবতাহীন
ইবলিশী সমাজ।
অমূল্য সম্পদ ইজ্জতের যথেচ্ছা উপভোগ চলে ইদানীং
আধুনিক সভ্যতার মিলন মন্দির — হোটেলে বারে ক্লাবে দ্বিধাহীন।
একটি বোবা আর্তনাদ কেবলি গুমড়ে মরে
একাকী আমার বুকে।

চকদেব/৮২

www.pathagar.com

সত্যের সেনারা জাগো

তিমির রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে কখন
ভোরের পাখিরা ডাকিছে সমস্বরে
রক্তিম আভা রক্ত গোলাপ সম নবীণ তপন
নীল আকাশে আলোর পাখনা দিয়েছে ছড়ে।

আচ্ছালাতো খাইরুম মিনান্নাউম।
থেমে গেছে কখন, সেই উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠ মোয়াজ্জেনের
নিদ্রা হইতে নামায উত্তম
তবুও কাটে না কেনো মোহময় তোমার ঘুমের জের?

দুর্বৃত্ত লুটেরা লুটিছে অবিরত তোমার বালাখানা
তোমার আদর্শের সৌধ শীর্ষে চলে বিলাসের ইবলিসী মহোৎসব
এখানো কী তোমার হলো না সময় সব কিছু জানা
ঘুম কী তোমার ভাংগবে না– রক্ষিতে তোমার ঐশ্বর্য-বৈভব?

তোমার দৃষ্টি-সুমুখে দস্যুরা পীড়ন করিছে মানবতা
তবুও তুমি নীরব দর্শকের ভূমিকা করছো পালন
রক্তের উষ্ণতা কী হয়েছে হিম— হারিয়ে ফেলেছ বুঝি সব সত্তা?
ভীরু কাপুরুষ হয়ে অন্যায়েরে করছো লালন।

বস্তুবাদী গাঢ় সুরার কুটিল নেশায়
ঝিম ধরেছে তোমার মন ও মগজে
তাই কী অতীত গৌরবের সোনালী কিস্তি ডুবিছে বিস্মৃতির তলায়
এখন অবৈধ নারী আর সুরা নিয়ে আছ মজে?

মর্দে মোমিন তো কভু পান করে না কোন নেশা
পার্থিব ক্ষুদ্র মোহে কখনোই দেয় না গা ঢেলে
ক্ষণকালীন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নয় তার পেশা
সুমুখে এগিয়ে যায় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ঈমানের জ্যোর্তিময় নূর জ্বেলে।

ভীতিহীন, শংকাহীন, দ্বিধাহীন বলিষ্ঠ অন্তর তার
কোন দেশ অথবা দুর্বিনীত জাতিরে করে না সে ভয়

www.pathagar.com

জীবনপণ সংগ্রামী সে অন্যায়ের করিতে প্রতিকার
মোনাফেকের ভূমিকায় নেমে আল্লাহর সাথে করে না অভিনয়।

কাম-ক্রোধ, লোভ রাক্ষসেরা পারে না তারে গ্রাসিতে,
তাই চলার গতি তার ক্ষিপ্র অশ্বের মতো
আপোষহীন সংগ্রামের সুর বাজে তৌহিদের উচ্চরব বাঁশিতে
দু'পায়ে দলে যায় অবহেলি কন্টক আবর্জনা যতো।

শুধু আল্লাহর ডরে মোমিনের দীল সদা থাকে ভীত
তাই সকল এবাদত সকল কোরবানী দেয় তাঁরই লাগি
আল্লাহর বিধান রক্ষিতে সর্বক্ষণ রহে জাগ্রত
আত্মসুখ, আরাম-আয়েশ সব থেকে হয় সে বিবাগী

পদমর্যাদা, অঢেল সম্পদ মোহময় গদী ও শিরস্ত্রাণ
কোনটাই তার কাম্য নয়
কেবলি আল্লাহর সন্তুষ্টির লাগি আল্লাহর পথে দেয় প্রাণ
শাসনদণ্ড হাতে থাকে তবু তার সংযত বাহুদ্বয়।

ক্ষমতার অপব্যবহার করে না নিজ স্বার্থ লাগি
হাক্কুল এবাদ তারা করে না বিনষ্ট
সন্ত্রমে গাহে হাক্কুল্লাহ গীতি সারাটি রজনী জাগি
স্বেচ্ছায় কাহারে তারা দেয় না কোন কষ্ট।

শাসকের দায়িত্ব পালন করিতে লয় না শোষকের ভূমিকা
মহান ইসলামী বিধানই এই
সকল জীবের সেবার লাগি ভুলে যায় অহমিকা
এমন মধুর দৃষ্টান্ত আর যে কোথাও নেই।

মেহনতী মানুষ জানায় স্বাগত ইসলামী বিধানে
অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান আর ঈমানের জৌলুসে
শ্রেণী ভেদহীন বেঁচে থাকার অধিকার আছে যে এখানে
সত্যের সেনারা তাই জাগো-সংহারিতে হায়েনার দল উঠো এবার ফুঁসে।

তারাগুনিয়া, কুষ্টিয়া
১০/৩/৭৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com